স্কাউটিং এর জন্মকথা

নুরুল্লাহ্ মাসুম

Scouts Library

স্কাউটিং এর জন্মকথা

বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প ১৯০৭

দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্প ১৯০৮

ব্রাউন সী দ্বীপের কথা

লেফটেনেন্ট জেনারেল রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল
স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক

স্কাউটিং এর জন্মকথা

বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প ১৯০৭
দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্প ১৯০৮
ব্রাউন সী দ্বীপের কথা

নুরুল্লাহ্ মাসুম

২৯ জুলাই ১৯০৭ সাল: ১৩ জন বালকসহ পুল কাস্টমস হাউস থেকে ইয়োলো বোটে করে ব্রাউন সী দ্বীপে যাচ্ছেন ব্যাডেন পাওয়েল

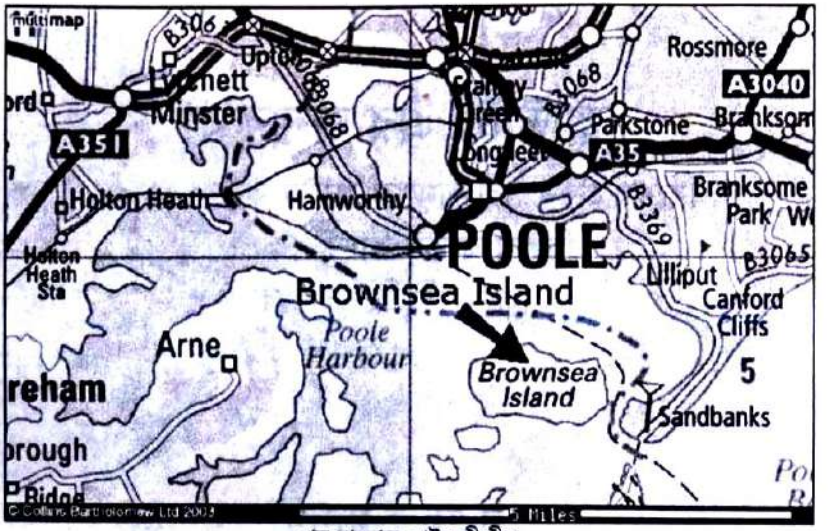

পুল হারবারে ব্রাউন সী দ্বীপ

* প্রকাশকাল: অমর একুশে গ্রন্থ মেলা-২০০৮ *
* প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, প্রকাশনা ও স্বত্ব: নুরুল্লাহ্ মাসুম *
* মুদ্রণ: ভূঁইয়া গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা *
* পরিবেশনা:আলপনা প্রকাশনী, ঢাকা *
* মূল্যঃ ৪৫.০০ *

উৎসর্গ

আমার স্কাউট গুরু

মরহুম স্কাউটার কাজী মো. সালেক

যিনি আমাকে স্কাউটিং এর

মধুর অঙ্গণের সন্ধান দিয়েছিলেন

Scouts Library

১৯০৭ সালে ব্রাউন সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল

আমার কথা

১৯০৭ সালে ইংল্যাণ্ডের ব্রাউন সী দ্বীপে প্রোথিত স্কাউটিং নামক ক্ষুদ্র একটি বীজের ফলবান বৃক্ষ আজ সারা দুনিয়ায় স্বীয় শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে এক বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পেরিয়ে স্কাউটিং শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিশু-কিশোর-যুব সংগঠন।

স্কাউটিং এর গোড়ার কথা কার না জানতে ইচ্ছে করে? সকলেই জানেন স্কাউটিং এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালে। এর অব্যাহত যাত্রা ও ব্রাউন সী ক্যাম্পের পেছনের কথা হয়ত সকলে অবহিত নন, হয়ত জানেন না দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্পের কথা, বিস্তারিত জানা হয়নি ব্রাউন সী দ্বীপ সম্পর্কে; তাদের সকলের জন্য, বিশেষ করে আমাদের নতুন বন্ধুদের জ্ঞান পিপাসার কথা চিন্তা করেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আশাকরি ক্ষুদে স্কাউট বন্ধুরা ছাড়াও বয়স্ক নেতারা এবং যারা স্কাউটিং করেন না তারাও এ বই থেকে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

বইটি প্রকাশে যাদের উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে সাহস যুগিয়েছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

নুরুল্লাহ্ মাসুম

সূচীপত্র

বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প ১৯০৭ - পৃষ্ঠা ৯
ব্রাউন সী: স্কাউটিং এর জন্মভূমি - ২২
স্মৃতির পাতায় ব্রাউন সী দ্বীপ - ৩২
দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্প, হামসহগ ১৯০৮ - ৪০

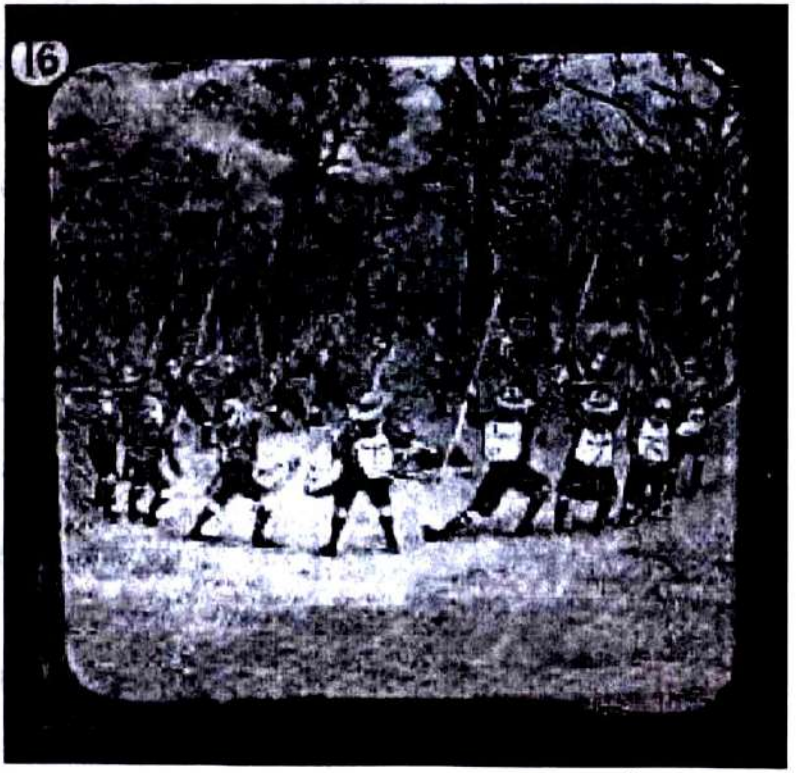

দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্পে ব্যবহৃত সে সময়ের মাল্টিমিডিয়া - স্লাইড শো

বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প - ১৯০৭

১৯০৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল। মাঝখানে ব্যবধান ১০০ বছর। আজ থেকে শতবর্ষ আগে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের পুল হারবারের ব্রাউন সী দ্বীপে মাত্র ২০ জন বালকের সমন্বয়ে যে নবীন আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই স্কাউটিং শতবর্ষ পরে এসে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিশু-কিশোর-যুব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ২৮ কোটিরও বেশী সদস্য রয়েছে এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ১৮৯৯-১৯০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োরদের সাথে যুদ্ধরত বৃটিশ বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল স্বীয় দলবলসহ বুয়োদের দ্বারা ২১৭ দিন অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় স্থানীয় বালকদের সহায়তায় অনেক কার্যসিদ্ধি করতে গিয়ে একদিকে যেমন সফলতা লাভ করেছিলেন, অন্যদিকে বালকদের নিয়ে তার চিন্তার দিকও প্রসারিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সে কারনেই ১৯০৭ সালে লেফটেনেন্ট জেনারেল পদমর্যাদা থেকে জেনারেল পদমর্যদায় উন্নীত হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব পেছনে ফেলে, রাজার ব্যাক্তগত অনুরোধ উপেক্ষা করে সামরিক বাহিনীর চাকুরী ছেড়েছিলেন তিনি। কেননা ততদিনে তার মাথায় জেঁকে বসে বালকদের নিয়ে নতুন কিছু একটা করার ভাবনা। সে সময়ে বৃটেনে বালকদের জন্য জনপ্রিয় সংগঠন-"বয়েজ ব্রিগেড" ও "ওয়াই.এম.সি.এ." ছিল কেবল খ্রীষ্টান ছেলেদের জন্য এবং তা পরিচালিত হত সামরিক কায়দায়। ব্যাডেন পাওয়েল কেবল সামরিক দিকগুলো নয়, বরং বালকদের মানসিক বিকাশের দিকটিতেও লক্ষ্য রাখা এবং সকল ধর্মের বালকদের জন্য উন্মুক্ত এমন কিছু একটা করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন। সে কারনেই, বৃটিশ সেনাবহিনী থেকে পদত্যাগ করার আগে থেকেই তিনি বালকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করার বিষয়ে ভাবতে থাকেন।

শুরু হয় তার গ্রাউন্ড ওঅর্ক। শুরু থেকেই তার মাথায় ছিল "ম্যাফেকিং স্কাউট"দের কথা। যারা কিনা ম্যাফেকিং যুদ্ধ চলাকালে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল। সে অভিজ্ঞতা তাকে মনে করিয়ে দেয়, বালকরা সঠিক নির্দেশনা পেলে যে কোন প্রশিক্ষিত সেনা সদস্যের মতই দায়িত্ব পালনে সক্ষম। তাইতো, ৫০ বছর বয়সী ম্যাফেকিং বীর আর.এস.এস. ব্যাডেন পাওয়েল তার ম্যাফেকিং সহযোদ্ধাদের সহায়তা নিতে ভুল করেন নি তার নতুন উদ্যোগে অংশ নিতে আমন্ত্রন জানাতে। মূলত ১৯০৫ সালে মেজর জেনারেল থাকা অবস্থায় ব্যাডেন

পাওয়েল যখন গ্লাসগো-তে বয়েজ ব্রিগেডের প্যারেড-এ উপস্থিত হন, তখন বালকদের উৎসাহ ও উদ্দিপনা তাকে বালকদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। প্যারেড শেষে তিনি বয়েজ ব্রিগেডের নেতা স্যার উইলিয়াম স্মিথকে মিলিটারি স্কাউটকে কাটছাঁট করে ছেলেদের ট্রেনিং-এ অন্তর্ভূক্ত করে নিতে বলায় স্যার উইলিয়াম এ ব্যাপারে ব্যাডেন পাওয়েল এর পরামর্শগুলো সন্নিবেশিত করে একটা বই লিখে দিতে বলেন। তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্যে সংক্ষিপ্ত কার্য প্রণালী তৈরি করে দেন ব্যাডেন পাওয়েল। কিন্তু তার বন্ধুরা তরুণদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা হিসেবে 'এইডস টু স্কাউটিং'-কে নতুন করে লিখে দিতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

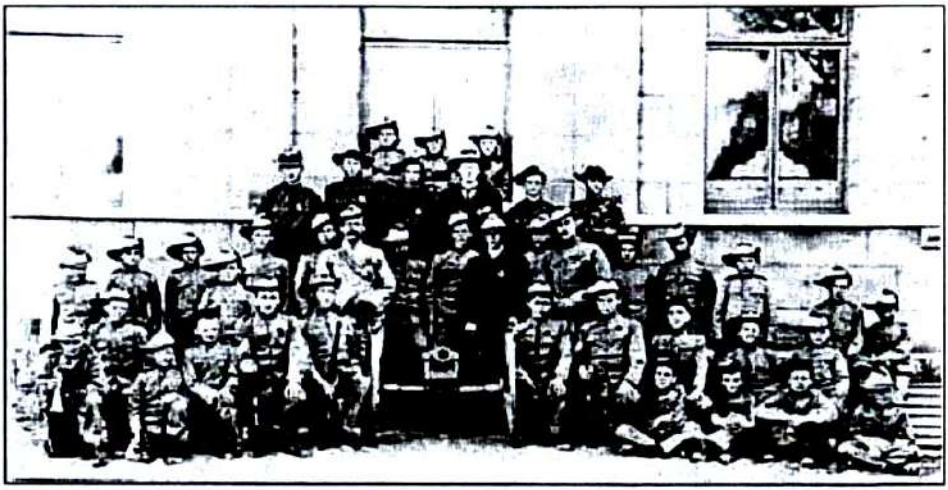

ম্যাফেকিং ক্যাডেটবৃন্দ

১৯০৭ সালের শুরুতে ব্যাডেন পাওয়েল সারা বৃটেন ভ্রমন করেন "লেকচার ট্যুর" এর জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের প্রশিক্ষণের জন্যে তৈরি করা কার্য প্রণালীগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান এবং সেগুলোর বাস্তব রূপায়নের জন্যে একটা ক্যাম্প করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সে বছরই তিনি মৎস্য শিকারে যান আয়ারল্যান্ডের নক্‌ফ্লটি-তে। সেখানে ম্যাফেকিং বীর-কে চায়ের নিমন্ত্রন দেন মিসেস ও মিস্টার চার্লস ভন র‍্যাটল। নানান কথার মাঝে যখন ব্যাডেন পাওয়েল তার বালকদের নিয়ে একটা ক্যাম্প করার পরিকল্পনার কথা বলেন, ভন র‍্যাটল এ কাজের জন্য তাদের নিজস্ব দ্বীপ 'ব্রাউন সী' ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। ব্যাডেন পাওয়েল সানন্দে তাদের প্রস্তাবটি লুফে নেন। ব্রাউন সী সম্পর্কে তার জানা ছিল, কেননা ছেলেবেলায় ব্যাডেন পাওয়েল বহুবার পুল হারবারে ভাইদের সাথে বোটিং করেছেন এবং অনুমতি ছাড়াই ব্রাউন সী দ্বীপটির প্রাইভেট বীচে অবতরণ করেছেন। বালকদের নিয়ে চিরসবুজ

ব্রাউন সী দ্বীপটি তার কল্পিত ক্যাম্পের জন্য সর্বোত্তম স্থান বলেই তার কাছে মনে হল। তাছাড়া আরো একটি বিষয় তার মনে হল, সাংবাদিক-অভিভাবকসহ সাধারণ মানুষের কোলাহলমুক্ত নিরাপদে ক্যাম্পের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্রাউন সী-র থেকে উপযুক্ত স্থান আর কোনটাই হতে পারে না।

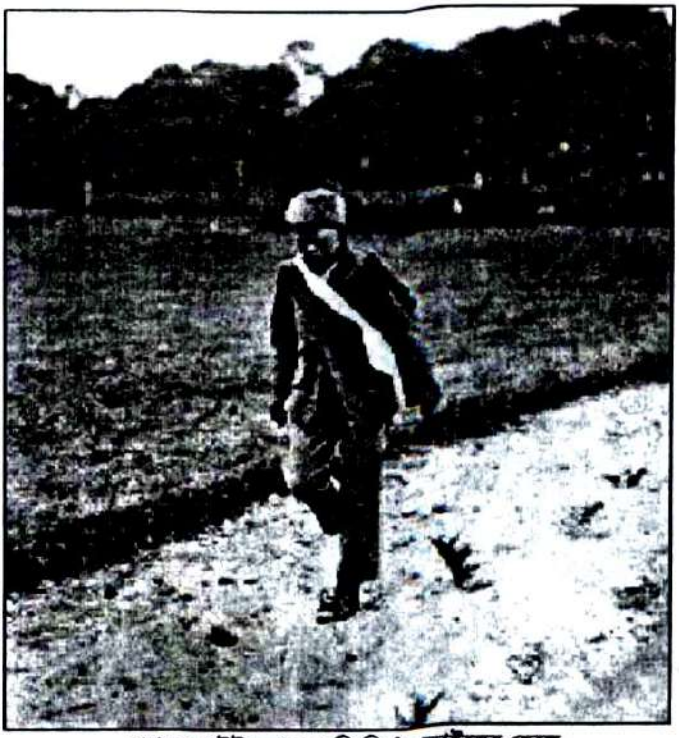

প্রথম স্কাউট ক্যাম্পে বি.পি.'র ভাইয়ের ছেলে ডোনাল্ড ফারলিস উইলসন ব্যাডেন পাওয়েল

লন্ডন ফিরে এসে ব্যাডেন পাওয়েল ভন র‍্যাটল এর কাছে আনুষ্ঠানিক অনুমতি চাইলেন দ্বীপটি ব্যবহারের জন্য। দ্বীপটি ব্যবহারের প্রসঙ্গে ব্যাডেন পাওয়েল বলেন, "I was anxious to get away from outsiders, press reporters and other 'vermin', where I could try out the experiment without interruption."

ব্রাউন সী দ্বীপটি ছিল তার জন্য সমস্ত শংকামুক্ত এলাকা নিঃসন্দেহে। প্রথমে ব্যাডেন পাওয়েল তার পুরানো সহকর্মীদের আহ্বান জানান- তাদের ছেলেদের প্রস্তাবিত ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য। পরে তিনি কেবল সামরিক পরিবারের ছেলেদের নিয়ে নয় বরং অসামরিক পরিবারের ছেলেদেরও পরিকল্পিত ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার কথা ভাবেন। আর সে পরিকল্পনামতে ১০ জন পাবলিক স্কুলের ছেলের সাথে সমান সংখ্যক শহুরে ছেলেদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন তিনি। বাস্তবে তার প্রস্তাবিত ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন আসে ২১টি। এর পরও ব্যাডেন পাওয়েল অবাক বিস্ময়ে দেখেন, নিজের মেঝ ভাই মরহুম স্যার জর্জ স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল এর ছেলে ডোনাল্ড ক্যাম্পে অংশ নিতে আগ্রহী। সমস্যায় পড়লেন

তিনি, কেননা তার পরিকল্পনামতে অংশ গ্রহণকারী বালকদের বয়স হতে হবে ১১ বছর থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ভাইপো ডোনাল্ডের বয়স তখন ৯ বছর ৯ মাস। শেষতক ডোনাল্ডকে ক্যাম্পে নেয়া হয়েছিল ব্যাডেন পাওয়েল এর ব্যক্তিগত স্টাফ হিসেবে।

বর্ণ মাউথ বয়েজ ব্রিগেডের নিপি ওয়াটস (বামে) ও সার্জেন্ট হারবার্ট (ব্রেট) নাথান কলিংবণ (ডানে), এরা দু জন ব্রাউন সি দ্বীপের স্কাউট ক্যাম্পে যথাক্রমে কারলিউস ও র‍্যাভেন প্যাট্রোলের সদস্য ছিল।

ক্যাম্প আয়োজনে ব্যাডেন পাওয়েল তার পুরানো বন্ধু, সহকর্মী মেজর কেনেথ ম্যাকলারেনকে সাথে নিয়েছিলেন। মেজর কেনেথ ম্যাফেকিং যুদ্ধে তার অধীনে এক জুনিয়র অফিসার ছিলেন এবং বুয়োরদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সে সময়ে ব্যাডেন পাওয়েল নিয়মিত তার কাছে চিঠি লিখতেন এবং বুয়োররা সেটি পড়বে জেনেই ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতি চিঠিতে ভুল তথ্য দিতেন। ফলে বুয়োররা ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যায় ক্রমান্বয়ে। সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় ক্যাম্পে অংশগ্রহনকারী বালকদের জন্য দুই রকম রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করা হয়। পাবলিক স্কুলের ছেলেদের জন্য জনপ্রতি এক পাউন্ড এবং অন্যদের জন্য তিন শিলিং ছয় পেন্স রেজিস্ট্রেশন ফি নেয়া হয়। "শহুরে বালক"রা এসেছিল বয়েজ ব্রিগেড থেকে যাদের মধ্যে ৭ জন ছিল "বর্ণ মাউথ বয়েজ ব্রিগেড" এবং বাকী ৩ জন ছিল "পুল বয়েজ

ব্রিগেড" থেকে। পাবলিক স্কুলগুলোর মধ্যে এটন কলেজ থেকে ৩ জন, হ্যারো স্কুল ও চেতেলহেম কলেজ থেকে ২ জন করে; চার্টার হাউস স্কুল, রেপটন স্কুল, ওয়েলিংটন স্কুল থেকে ১জন করে ক্যাম্পে অংশ নেয়। ক্যাম্পের মূল উপকরণ সরবরাহ হয়েছিল বয়েজ ব্রিগেডের পক্ষ থেকে। এ কাজে ব্যাডেন পাওয়েল বর্ণমাউথ বয়েজ গ্রিগেডের ক্যাপ্টেন হেনরি রবসনের সহায়তা নিয়েছিলেন। রবসন নিজেও ব্রাউন সী ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। হেনরি রবসন এর কাছে ১৯ জুন ১৯০৭ তারিখে লেখা এক চিঠিতে ব্যাডেন পাওয়েল তাকে "খাবারের জন্য ঠিকাদার" সংগ্রহ করার অনুরোধ জানান। এছাড়া ফ্ল্যাগ পোল, ২টি রোয়িং বোট, কিছু হারপুনসহ নানাবিধ ক্যাম্পিং উপকরণ সাথে নিয়ে আসতে বলেন। কেননা তাদের ব্রিগেডে এর অনেক কিছুই আগে থেকেই ছিল। সে চিঠিতে ব্যাডেন পাওয়েল ক্যাম্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখেন,

"I propose to teach them my new form of Scouting for Boys. ....."

সম্ভবত ওই প্রথমবারের মত ব্যাডেন পাওয়েল "স্কাউটিং ফর বয়েজ" শব্দ তিনটি ব্যবহার করেন।

বালকদের অভিভাবকদের কাছে লেখা চিঠিতে ব্যাডেন পাওয়েল এ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, ক্যাম্পে অবস্থানকালে বালকদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হবে

১৯০৭ সাল ঃ ব্রাউনসী দ্বীপে বিশ্বের প্রথম স্কাউটদের কয়েকজন।

এবং তাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পে আসার আগে তিনি বালকদের রীফ নট, সিট বেন্ড এবং ক্লোভ হিচ শিখে আসতে বলেছিলেন। এছাড়া সাতার জানাটা বাধ্যতামূলক বলে তিনি বলেছিলেন।

"খাবারের জন্য ঠিকাদার" সংগ্রহে হেনরি রবসনকে খুব বেগ পেতে হয়নি। তার বন্ধু বয়েজ ব্রিগেড এর ক্যাপ্টেন জর্জ ওয়াল্টার গ্রীন ছিলেন ক্যাটারিং ব্যবসায় জড়িত। তাকে বলতে তিনিও রাজি হলেন সে ক্যাম্পে যেতে।

প্রথমে ২৯ জুলাই থেকে ক্যাম্পের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবে চূড়ান্তভাবে ক্যাম্প শুরু হয় ১ আগস্ট। অগ্রীম দলসহ ব্যাডেন পাওয়েল সম্ভবত ২৪ জুলাই ব্রাউন সী চলে আসেন। ২৬ জুলাই ব্যাডেন পাওয়েল তার এক বন্ধুকে ব্রাউন সী থেকে লেখেন: "Now I am down here preparing my Boys Camp. It is the perfect place for it - a splendid island, well wooded and wild, giving plenty of scope for Scouting. I think we shall have a very good time if the weather is only kind, which it doesn't promise to be at the moment."

যতদূর জানা গেছে ২৯ জুলাই ব্যাডেন পাওয়েল ১৩ জন বালকসহ পুল কাস্টমস হাউস থেকে থেকে ব্রাউন সী গমন করেন ইয়োলো বোট-এ করে। সেদিনই তারা থাকার জন্য ৬টি বেল তাবু, রান্নার জন্য ১টি তাবু এবং খাবার জন্য বড় ১টি তাবু খাটিয়ে ফেলেন। তাবুবাসের জন্য দ্বীপের যে এলাকাটি তিনি নির্বাচন করেছিলেন সেটি ছিল স্যান্ডি বীচের কাছে, যাতে ছেলেরা গোছল ও সাতার কাটকে পারে এবং অসংখ্য পাইন গাছের ছায়া সমৃদ্ধ। ম্যাফেকিং-এ ব্যবহৃত ইউনিয়ন জ্যাক (বৃটিশ পতাকা) টি ব্যাডেন পাওয়েল নিজের জন্য স্থাপিত তাবুর সামনে ব্যবহার করেছিলেন।

পরদিন বাকীরা স্যান্ডব্যাংক থেকে ব্রাউন সী আসে। এ প্রসঙ্গে সে দলেরই এক জন-টেরি বর্ণফিল্ড বলছে : "The Bournemouth boys were taken to Sandbanks on a lorry by Henry Robson, who had a big grocery business at The Triangle. We went to the island on a boat belonging to Harvey's, which I think was called "the Hyacinth". The other boys went in a bigger boat from Poole Quay."

এদিন অর্থাৎ ৩০ জুলাই সন্ধ্যায় ব্যাডেন পাওয়েল ছেলেদের নিয়ে ক্যাম্প ফায়ার পয়েন্টে মিলিত হয়ে তার ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার চমৎকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন, যা কিনা ক্যাম্পের পরবর্তী দিনগুলোতেও বলেছেন নিয়তিম। ক্যাম্পে অংশ নেয়া এক বালক আর্থার প্রিমিয়ার ঘটনার অর্ধশতক পরে সে বিষয়ে স্মৃতি চারণ করছেন এভাবে:

"Baden-Powell used to tell us about his adventures in Africa and India ... and on a nice summer night, with him standing in the centre of the ring and telling these tales ... that was the highlight of the camp."

ছেলেরা আসার আগেই তিনি ক্যাম্পের একটা খসড়া প্রোগ্রাম তৈরী করেন। প্রোগ্রামটি ছিল এ রকম:

প্রথম দিন:	প্যাট্রোল ভাগ। প্যাট্রোল লিডারদের করনীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দান।
দ্বিতীয় দিন:	তাবুবাস সম্পর্কে ধারণা দান, হাট ও ম্যাট তৈরী, গেড়ো, ফায়ার ফাইটিং, রান্না, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন, বিরূপ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, নৌকা সম্পর্কে ধারণা।
তৃতীয় দিন:	পর্যবেক্ষণ, ট্র্যাকিং, অনুসন্ধান ইত্যাদি।
চতুর্থ দিন:	কাঠ শিল্প, বন কলা, পাখি পর্যবেক্ষণ, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ, মানুষ ও মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা।
পঞ্চম দিন:	কোড অব নাইট, সাহসিকতা, পরোপকারীতা, মিতব্যায়িতা, অনুগত্য, মহিলাদেও প্রতি নমনিয়তা এবং গুড টার্ণ সম্পর্কে ধারণা।
ষষ্ঠ দিন:	প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বিভিন্ন বিপদে জীবন রক্ষা পদ্ধতি।
সপ্তম দিন:	দেশপ্রেম, ব্রিটেন ও এর উপনিবেশ সমুহের ভৌগলিক পরিচিতি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও পরিচিতি, সেনা বাহিনী ও নৌ বাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান, পতাকা ও মেডেল, নাগরিকত্ব ও নাগরিকের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা।
অষ্টম দিন:	খেলাধূলা।

পরবর্তীতে এ প্রোগ্রামের সামান্য পরিবর্তন করতে হয়েছিল তাকে। ক্যাম্পে অবস্থানরত ব্যাডেন পাওয়েল এর সহযোগীরা ছাড়াও বহিরাগত প্রশিক্ষকগণ ক্যাম্পে ছেলেদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এদেরই একজন হচ্ছেন "আইল অব ওয়েট" এর কোস্ট গার্ড অধিনায়ক উইলিয়াম স্টিফেনস। তিনি ক্যাম্পে ছেলেদের "ফার্স্ট এইড ও ফায়ার ফাইটিং" এর ওপর শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

ক্যাম্পে ব্যাডেন পাওয়েল তার প্রিয় পোশাক সাউথ আফ্রিকান কন্সটুবলারীর পোশাক এবং ম্যাফেকিং স্কাউটদের ব্যবহৃত টুপি পড়েছিলেন। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন হাফ প্যান্ট, বাকীরা ফুল প্যান্ট পড়েছিল। বয়েজ ব্রিগেডের অধিকাংশ বালক পড়েছিল তাদের নিজস্ব পোশাক।

সত্যিকার অর্থে সেসময়ে স্কাউটদের জন্য কোন পোশাক নির্ধারিত হয়নি এবং বলা সংগত যে, আজকের প্রেক্ষাপট ও বিবেচনায় সেদিনের সে ২০ জন বালক স্কাউটও ছিল না। কেননা তারা স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নেয়নি, তাদের কোন স্কাউট দলও ছিল না। তারা ছিল স্কাউটিং এর জন্য পরীক্ষামূলক একটি গ্রুপ, যাদের দিয়ে ব্যাডেন পাওয়েল পরবর্তী স্কাউট তৈরীর ক্ষেত্র তৈরী করেছেন মাত্র। এ ২০ জন বালকের অনেকেই পরবর্তীতে স্কাউট দলে যোগ দিয়েছিল এবং ১৯০৮ সালে হ্যামসহগ-এ অনুষ্ঠিত ২য় স্কাউট ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিণ। প্রকৃতার্থে ব্যাডেন পাওয়েল এর ১৯০৮ সালের ক্যাম্পটিই প্রথম স্কাউট ক্যম্প, কেননা সে সময়ে যারা ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল স্কাউট হিসেবে দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং সকলেই কোন না কোন রেজিস্টার্ড স্কাউট গ্রুপ থেকে এসেছিল।

১ আগস্ট সকালে বালকদের ৪ টি প্যাট্রোলে ভাগ করেদেয়া হয়। তাদের দেয়া হয় আলাদা চার রংয়ের প্যাট্রোল চিহ্ন। সেগুলো ছিল ১ ইঞ্চি চওড়া ও ১৮ ইঞ্চি লম্বা রিবন, যা কিনা কাধ থেকে কনুই পর্যন্ত ঝুলে থাকত। প্যাট্রোল লিডারদের টুপিতে "ফ্লাউর লি-ডি" লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের পরিচিতি হিসেবে। ব্যাডেন পাওয়েল নিজে পরেছিলেন সাদা কাপড়ে সবুজ রংয়ে ছাপানো দন্ডসহ তিনকোনা উপদল পতাকা। ব্যাডেন পাওয়েল এর ভাইয়ের ছেলে ডোনাল্ড এর বয়স কম হওয়ায় তাকে কোন প্যাট্রোলে না দিয়ে ব্যাডেন পাওয়েল নিজের এডজুটেন্ড নিয়োগ করেন।

ক্যাম্পে ২০ জন বালকের বাইওে এক বালক ছিল আন-অফিসিয়াল সদস্য, তার নাম আর্থার ব্রুমফিল্ড। সে তার বাবা-মায়ের সাথে ব্রাউন সী দ্বীপে বাস করতো। তার বাবা ছিলেন ভন র‍্যাটল্ এর কর্মচারী। সে প্রতিদিন ২০ জন বালকের কর্মকান্ড

দেখত এবং তাদের সাথে ভাব জমিয়ে দু'একটা প্রোগ্রামে অংশও নিয়েছিল। আর্থার বলছে:

"I had reached the point where the camp came into sight when I heard someone calling me. I looked down the hill and saw a man floundering in a patch of bog. As he came towards me I realised it was none other than Baden-Powell himself . . . After that I saw Baden-Powell several times, when I was invited to join the Scouts round their camp fire, and I listened with rapt attention to his stories."

প্রতিদিন সকাল ৬ টায় বি.পি. কুদু হর্ণ বাজিয়ে ছেলেদের জাগাতেন। এর পর প্রাত:রাশ, কোকা পান, তাবু এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম।

-পতাকা উত্তোলন ও দিবসের কর্যক্রম ঘোষণা এবং বি.পি.'র নেতৃত্বে শরীর চর্চা।

-নাশতা

-স্কাউট কার্যক্রম

-দুপুরের খাবার

স্কাউট কার্যক্রমের উপর প্রতিযোগিতা

-ডিনার

-ক্যাম্প ফায়ার।

প্যাট্রোল সিস্টেম ছিল বালকদের নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্যাম্পের কার্যক্রম পরিচালনার মূল সহায়ক শক্তি। যেটি বি.পি. সামরিক বাহিনীতেও ব্যবহার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বহুকাল পরে বি.পি. লিখেছেন : "The troop of boys was divided up into 'Patrols' of five, the senior boy in each being the Patrol Leader. This organisation was the secret of our success. Each Patrol Leader was given full responsibility for the behaviour of his patrol at all times ... "

বালকদের প্যাট্রোলে ভাগ করার সময় তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যেন, ভিন্ন ভিন্ন এলাকার ও পরিবেশের বালকেরা মিলেমিশে কাজ করতে পারে। তাদের দায়িত্বও ভাগ করা হয়েছিল প্যাট্রোল ভিত্তিক। বি.পি. আরো বলেন: "Each night, one patrol went on duty as night picket, i.e. drew rations of flour, potatoes, meat and tea and went out to some indicated spot to bivouac for the night. Each boy carried his greatcoat, cooking pots and matches."

রাতের বেলায় সার্ভিস প্যাট্রোল নিরাপত্তা রক্ষার কাজে পাহাড়া দিত ক্যাম্প এলাকা। এ কাজে তারা খুব দ্রুত সফলতা দেখায়। এক রাতে ভন র‍্যাটলের এক ছেলে ও এক মেয়ে ক্যাম্প আক্রমনের চেস্টা চালায় (পরিকল্পিত), স্কাউটরা তাদের ধরে

ফেলে। দ্বীপের ক্যাসলে বেড়াতে আসা ভন র‍্যাটলের এক অতিথি রাতে ঘুরতে বেড়ালে স্কাউটরা তাকে আটক করে এবং ভন র‍্যাটল এসে তাকে মুক্ত করেন। এমনকি এক রাতে বি.পি. গোপনে ক্যাম্প এলাকায় এক গাছের মধ্যে লুকাতে চেস্টা করতে গেলে ডোনাল্ড নিজের চাচা বি.পি. ধরে ফেলে।

ক্যাম্পে বালকরা যে সকল খেলাধূলার সাথে পরিচিত হয় সেগুলো ছিল :

'Spot the Thief'; 'Lion Hunting'; 'Bang the Bear'; 'Dispatch Running'; 'Old Spotty Face'; 'Whale Hunt' and 'Deer Stalking'.

এগুলোর মধ্যে 'Deer Stalking' ছিল সবচেয়ে মজার ও সকলের প্রিয় খেলা। খেলাটা ছিল এ রকমের:

The 'deer' went off armed with a dozen tennis balls, four 'hunters' followed five minutes later with one tennis ball each. The deer would hide and try to ambush its hunters. One tennis ball 'hit' on a hunter counted as being gored to death and removed him from the hunt. On the other hand the hunters had to hit the deer three times before it constituted a 'kill'.

৮ আগস্ট ছিল ক্যাম্পের শেষ দিন। এ দিনটি ছিল পুরোটাই খেলা-ধূলায় ভরা। নানাবিধ খেলা-ধূলার পর টাগ অব ওঅর এর মধ্য দিয়ে দিনের প্রোগ্রাম শেষ হয়। দিন শেষে দ্বীপের মালিক ভন র‍্যাটল সকল স্কাউটকে নিজের ক্যাসলে চায়ের দাওয়াত দেন। সেখানে বি.পি.-কে "বিশ্বের সেরা জেনারেল" আখ্যায়িত করে জয়ধ্বনী দেয়া হয়।

চা পানের শেষে ছেলেরা তাবু এলাকায় ফিরে আসে এবং শেষ ক্যাম্প ফায়ারে অংশ নেয়। সেখানে উচ্চারিত হয় ইয়েল:

B-P: "Eeengonyama - gonyama."
The Boys: "Invooboo. Ya bo! Invooboo."

বি.পি.'র নতুন বই "এইডস টু স্কাউটিং" প্রকাশের জন্য যিনি অপেক্ষা করছিলেন সেই প্রকাশনার সংস্থার ফিকশন ম্যানেজার পার্সি এভারেট "পরীক্ষা মূলক" স্কাউট ক্যাম্পের শেষ ২৪ ঘন্টা সেখানে ছিলেন। সে সময়ের স্মৃতি চারণ করছেন তিনি এ ভাবে: "I can still see him, as he stands in the flickering light of the fire - an alert figure, full of the joy of life, now grave, now gray, answering all manner of questions, imitating the call of birds, showing how to stalk an animal, fleshing out a little story, dancing and singing round the fire ... "

বি.পি.'র এ সফল পরীক্ষামূলক ক্যাম্পে উঁচু শ্রেণী ও নীচু শ্রেণীর বালকদের মধ্যে তাদের সংস্কার ও চাল চলন এবং কথাবার্তায় প্রথম দিকে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হলেও পরে তা কেটে যায়। ভাষাগত সমস্যা না থাকলেও মূল সমস্যা ছিল তাদের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্যটা। এ প্রসঙ্গে পুল থেকে আগত আর্থার প্রিমিয়ার বলছেন: "One of the upper-class boys in my patrol put his hand up one day and said 'Please, sir can I leave the room?' and one of the town fellows said 'Silly fool, doesn't he know he's in a tent?'"

(I could tell a very similar story about a child who came to my school from America - and wanted to use the bathroom! [Note to US readers, we do not have bathrooms in schools - only toilets].)

ব্রাউন সী ক্যাম্পের শেষে বি.পি. লেখেন : - "I am just breaking up Camp here - I am in a tearing hurry ... The Camp has been a great success but hardish work."

লন্ডন ফিরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বি.পি. Boy Scouts: A successful trial শীর্ষক চার পাতার একটা লিফলেট প্রকাশ করেন। এর পর নতুন করে Aids to Scouting লেখায় মনোনিবেশ করেন যা পরে Scouting for Boys নামে ছাপা হয়।

আর এটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিদ্যুত বেগে স্কাউটিং ছড়িয়ে পড়ে পুরো বৃটেন জুড়ে। মহল্লায় মহল্লায় বালকেরা নিজেরা স্কাউট দল খুলে স্কাউটিং শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ জেনারেল ও পরবর্তীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেন: "১৯০৮ সালে চিফ স্কাউট প্রকাশ করেন 'স্কাউটিং ফর বয়েজ'। এতে তিনি বালকদের জন্য আনন্দময় খেলাধূলার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশের প্রশিক্ষণ লাভে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর এ পদ্ধতি পুরো ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছে। 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' প্রকাশিত হবার পর পুরো ব্রিটেন জুড়ে ছুটির দিনে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শহরে- গ্রামে সবখানে ছেলেরা দল বেধে লাঠি হাতে নিয়ে, কাঁধে সৈনিকের মত ব্যাগ ঝুলিয়ে হালকা ক্যাম্পিং উপকরণসহ কোন জঙ্গলে বা পার্কের দিকে যেতে অভ্যস্থ হয়ে উঠল; আগে এমনটি কখনো দেখা যায়নি"। বালকদের জন্য বি.পি.'র সেই দিনের "পরীক্ষার মূলক ক্যাম্প" এর ফসল আজকের দিনের বিশ্বের সব চেয়ে বড় যুব আন্দোলন "স্কাউটিং"। ❑

ব্রাউন সী : স্কাউটিং এর জন্মভূমি

ব্রাউন সী দ্বীপ। বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের জন্মভূমি-কোটি কোটি স্কাউটের তীর্থ ভূমি। ১৯০৭ সালে এই দ্বীপ থেকেই স্কাউটিং এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। লেফটেনেন্ট জেনারেল (পরে লর্ড) রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু মেজর কেনেথ ম্যাকলারেন এর সহযোগিতায় বিভিন্ন পরিবারের ২০ জন বালক সংগ্রহ করে প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের আয়োজন করেন ব্রাউন সী দ্বীপে। সে ইতিহাস সকলের জানা।

দ্বীপটি এক নজর দেখার সুযোগ পেয়ে গেলাম ২০০১ সালের ২ এপ্রিল। বছরের ৩০ মার্চ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত দ্বীপটি পর্যটকদের জন্য খোলা থাকে। বাকী সময়টা বন্ধ থাকে জনসাধারণের জন্য। ২ এপ্রিল, সোমবার। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দ্বীপে অবতরণ করে মনে হল আরো কয়েকদিন বাদে এলে ভাল হত। মাত্র দু'দিন আগে দ্বীপটি খুলে দেয়া হয়েছে পর্যটকদের জন্য। সংগত কারণেই ভ্রমণ পিয়াসী দেশী-বিদেশী পর্যটক নিতান্ত কম। পুরো দ্বীপটি যেন শীতের অলসতা কাটিয়ে এখনো আড়মোড়া দিয়ে ওঠেনি।

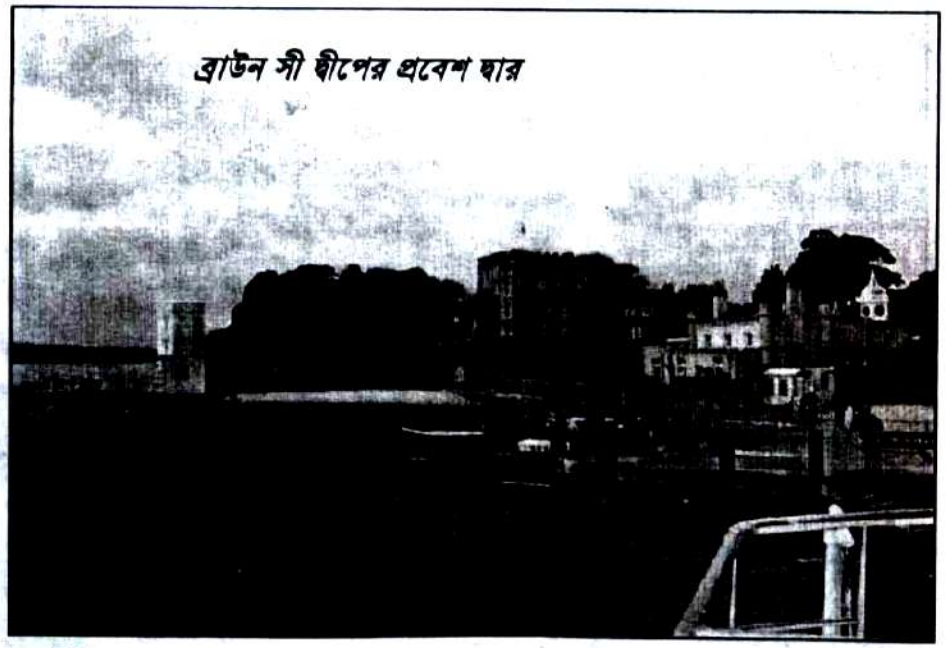

ব্রাউন সী দ্বীপের প্রবেশ দ্বার

অবস্থানঃ

এক সময় জানতাম, ব্রাউন সী দ্বীপ লন্ডনের টেমস নদীর মোহনায় অবস্থিত। আসলে তা নয়। টেমস নদীর মোহনা থেকে বহু দূরে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ পুল হারবারে অবস্থিত ৫টি দ্বীপের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপটি হলো ব্রাউন সী। পুল হারবার ও ব্রাউন সী দ্বীপ সম্পর্কে Illustrated Guide to Britain বইয়ে বলা হয়েছে:

"Poole hurbour is the second largest natural harbour in the world (after Sydny) and the jewell in its crown is Brown Sea island, a 500 acre nature reserver, home of deers, rare red squirrels and fowl. This semi-wilderness was used by Baden Powell in 1907 to launch the Boy Scouts movement."

মূলত ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন থেকে দক্ষিণে অবস্থিত ডরসেটশায়ার কাউন্টির পুল জেলার 'পুল হারবার'-এ ব্রাউন সী দ্বীপ অবস্থিত। চির সবুজ এই দ্বীপটির আয়তন ৫০০ একর। দ্বীপটি দেখতে ওভাল আকৃতির। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক হারবার বা পোতাশ্রয়। প্রথম স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার। দ্বীপটির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে মূল প্রবেশ পথ।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

১. লণ্ডন মহানগরীর 'ওয়াটার-লু' রেল স্টেশন, যেখান থেকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সমুদ্রের নিচ দিয়ে চলাচলকারী চ্যানেল টানেল রেল যাত্রা করে, সেখান থেকে 'সাউথ রেল'-এ করে মাত্র ২ ঘন্ট ৮ মিনিটে পূল রেল স্টেশনে পৌছানো যায়। প্রতি আধা ঘন্টা অন্তর এ রেল 'ওয়ে-মাউথ' এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। পূল রেল স্টেশন থেকে মাত্র ১০ মিনিটে হেঁটে 'পূল হারবার'-এ পৌছানো যায়। এখান থেকে ইঞ্জিন বোটে ১৫ মিনিট লাগে ব্রাউন সী দ্বীপে পৌছতে। পূল হারবার-এ ইয়োলো বোট-এ ওঠার জন্য নির্ধারিত স্থানে রয়েছে বি.পি'র একটি মেটাল-ভাস্কর্য, বি.পি. স্কাউট পোশাকে বসে আছেন।

পর্যটকরা তাঁর পাশে বসে ছবি তুলে থাকে। পূল স্কাউটস এ ভাস্কর্যটি বানিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯০৭ সালে বি.পি. তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের জন্য এই রুট ব্যবহার করেছিলেন।

২. দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের যে কোন স্থান থেকে ব্রাউন সী যাবার জন্য রয়েছে বিকল্প পথ। ডরসেটশায়ার কাউন্টির কেন্দ্রস্থল ডরচেস্টার থেকে কেবল বাস বা টেক্সী করে 'সোয়ানেজ' হয়ে 'স্যাণ্ড-ব্যাংক' নামক স্থানে পৌছানো যায়, এখান থেকে ইঞ্জিন বোটে ব্রাউন সী পৌছাতে লাগে মাত্র ৫ মিনিট। এ রুটে বর্ণমাউথ থেকে বয়েজ বৃগেডের ছেলেরা ক্যাম্প পৌছেছিল।

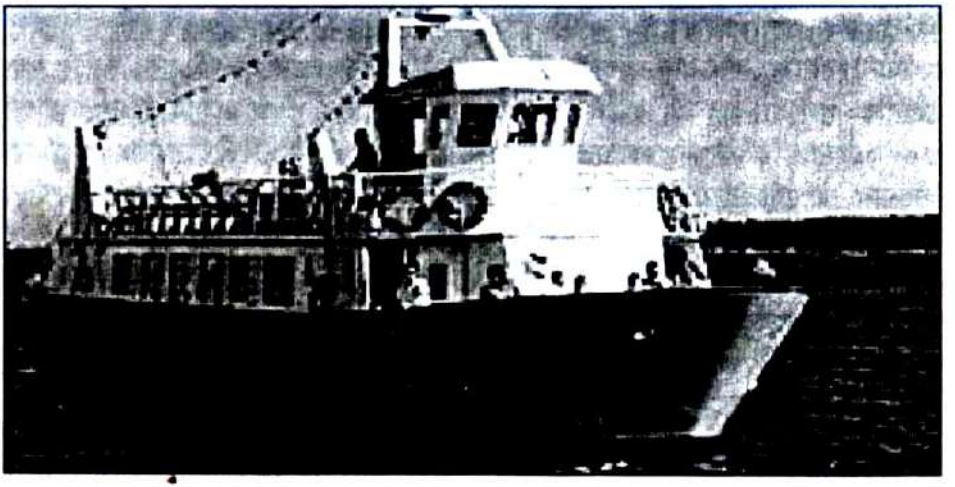

আজকের ইয়োলো বোট

ইয়োলো বোটঃ

পূল হারবার থেকে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ইঞ্জিন বোট ছেড়ে ব্রাউন সী হয়ে স্যাণ্ড-ব্যাংক হয়ে আবারো ফিরে আসে পূল। বি.পি. তার প্রথম স্কাউটদের নিয়ে পুল থেকে ইয়োলো বোটে করে ব্রাউন সী গিয়েছিলেন। আজো সেই ইয়োলো বোট আছে। ইয়োলো বোট কম্পানী পূল এবং স্যাণ্ড-ব্যাংক, উভয় স্টেশনে গর্ব ভরে লিখে রেখেছে, স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এই বোটে করেই ব্রাউন সী গিয়েছিলে। সেই সাথে ভ্রমনপিয়াসীদের আহ্বান জানায় তাদের বোটে ভ্রমণ করতে।

ইয়োলো বোট ছাড়াও সে সময় পর্যন্ত আরো দু'টি কম্পানীর বোট ওই রুটে চলাচল করত।

আমি স্যান্ডব্যাঙ্ক থেকে ইয়োলো বোট এ চড়ে ব্রাউন সী পৌছলাম। দ্বীপে অবতরণ করার মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলাম। মনে মনে ১৯০৭ সালে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলাম।

বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্টের কর্মীরা অনেকের সাথে আমাকেও অভ্যর্থনা জানালো। সাড়ে তিন পাউন্ডের টিকেট কিনতে হলো। বিনিময়ে দ্বীপের একটি ম্যাপ এবং ছোট্ট একটি গাইড বুক পেলাম। সেই সাথে বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্টের সদস্য হবার প্রস্তাব। সে বেশ খরচের ব্যাপার। বিনয়ের সাথে তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম (পকেট ভারী হলে না হয় কথা ছিল)। বলে নেয়া ভাল ১৯৬১ সাল থেকে দ্বীপটির মালিক বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্ট।

আগেই বলেছি গুড়ি গুড়ি হচ্ছিল। ততদিনে বৃটিশ আবহাওয়ার চরিত্রটা সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল হয়েছি বলে রেইন কোট আনতে ভুল করিনি। সুতরাং আমাকে ঠেকায় কে। যদিও এপ্রিলের কনকনে ঠান্ডা বাতাস যে কোন সময়ে আমাকে কাবু করে ফেলতে পারে -এমন ভয় রয়েই গেল। হাতে ম্যাপ নিয়ে এগিয়ে চলেছি, যেন দীর্ঘ দিন পরে একাকী হাইকিং করে চলেছি।

দ্বীপের প্রবেশ দ্বারে বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্টের অফিস। এখানে ছোট্ট একটি ক্যাফেটারিয়া আছে। আছে পাবলিক ওয়াস রুম। ট্রাস্ট্রের অফিস ছেড়ে বেরুলেই বিশাল এক দূর্গ। দূর্গ অতিক্রম করেই দ্বীপ ভ্রমণের রাস্তা শুরু, যাকে বলা যায় ট্র্যাক। ট্র্যাকের শুরুতেই লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এর আবক্ষ মুর্তি, যেন সকল পর্যটককে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন।

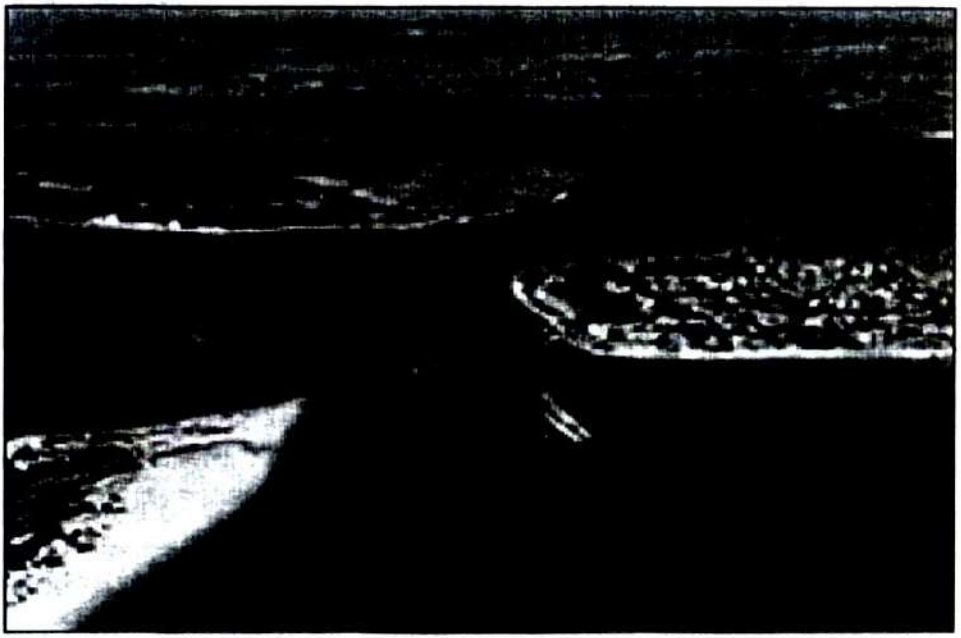

".....and the jewell in its crown is Brown Sea island,....."

বি.পি.-র আবক্ষ ভাস্কর্যের নিচে খোদিত রয়েছে:

"The Robart Hall Foundation, Poole Scouts, Dorset; Guides, Scouts & Friends of the Movement to Scout & Guides of the World"

ক্ষণিকের জন্য বি.পি.-র সামনে দাড়ালাম। যেন পূর্ব পুরুষের সান্নিধ্য লাভের অনুভূতি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়, দ্রুত পা চালাতে হবে। ফিরে দেখলাম দু-একবার।

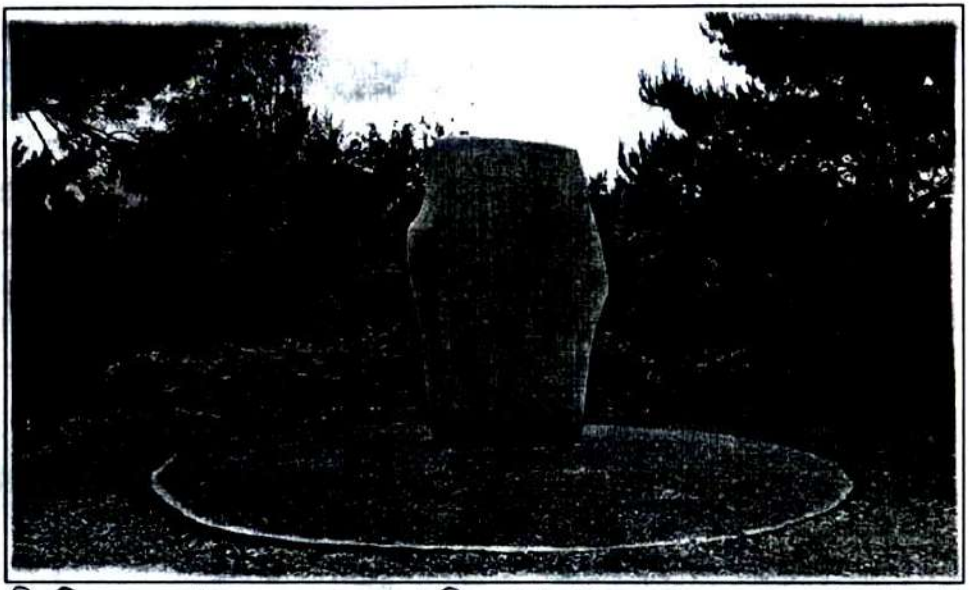

দ্বীপটি ঘুরে দেখার জন্য সরু কালো পিচ ঢালা পথ রয়েছে। দু-ধারে নাম না জানা অসংখ্য গাছ-গাছালি। বিশাল এলাকা নিয়ে ড্যাফোডিল ফুলের বাগান। ফুল আসেনি তখনো। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিয় ফুল ড্যাফোডিলের বিশাল বাগান ব্রাউন সী দ্বীপে। দ্বীপটি পুরোটা সমতল নয়, কিছু এলাকা পাহাড়িয়া।

আবহাওয়া অনুকুলে না থাকায় পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখার আশা ছাড়তে হলো। চট-জলদি ম্যাপ দেখ হাইকিং ট্র্যাক পরিবর্তন করে দ্বীপের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে স্কাউট সাইট নামক স্থানে পৌছে গেলাম। দূর থেকেই চোখে পড়ে বিশাল এক প্রস্তরখন্ড। চারি পাশে সবুজ প্রান্তর। প্রস্তরখন্ডে খোদিত কথাগুলো এত বড় যে, তবু একটা কাছে যেতে হয় না। সেথায় খোদিত রয়েছে :

This stone commemorates the experimental camp of 20 boys held on this site from 1st to 9th August 1907 by Robart Baden Powell later Lord Baden Powell of Gilwell, Founder of the Scout and Guide Movement."

স্মৃতিফলকের পেছনে খানিকটা নিচে বিশাল এক সমভূমি এলাকা। এখানেই বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চারি দিকে ক্রিসমাস গাছের সারি। সবুজ ঘাসে পুরো এলাকা ছেয়ে আছে। তখনো আমি একা। কাঠের এক বেঞ্চিতে বসলাম। এখানকার স্কাউট সেন্টার বন্ধ। একমাস পরে খুলবে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে পুরো দ্বীপটি একেবারে চুপসে আছে যেন। গ্রীষ্মে এর চেহারা হবে ভিন্ন। কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না। এক ধরণের নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। নস্টালজিয়া শব্দটা আমার জন্য এখানে প্রয়োগযোগ্য নয় জেনেও লিখলাম এ কারণে যে, প্রথম স্কাউট ক্যাম্পের কথাটা এতবার পড়েছি, পড়িয়েছি যে, মনে হয় যেন আমি সেই ক্যাম্পের একজন অংশীদার ছিলাম।

প্রথম স্কাউট ক্যাম্প সম্পর্কে Mr. Gail Lawson তাঁর Broensea Islander গ্রন্থে বলেছেন, He (BP) was determined to experiment with his idea of establishing a Scout Movement for boys and with help of his closest friend Major Keneth Mclaren, he collected a band of 20 boys from many walks of life. The camp was setup under a flagstaff created on the south shore of the island and flying a Union Jack for which Mrs. Van Ratle had given permission in the absence of her husband.

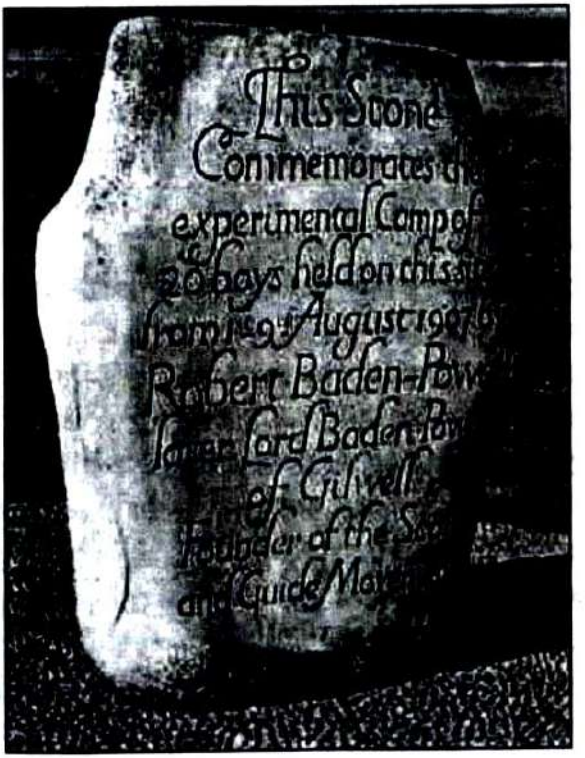

সে সময়ে Van Ratle ছিলেন দ্বীপটির মালিক। তিনি ১৯০৩ সালে ইউনিয়নিস্ট পার্টির (বর্তমান কনজারভেটিভ পার্টি বা টোরি) প্রার্থী হিসেবে পার্লামেন্টারী নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।

Scout Site থেকে কিছু দূরে দ্বীপটির বুক-চিরে সরু কাঁচা পথ। দু'ধারে সারি সারি ওক গাছ। বিশাল এক একটা দৈত্য যেন। এর কোনটার বয়স চারশত বছরের বেশি। ওক গাছ যেমন বেশি দিন বাঁচে.

উঁচুও হয় হয় অনেক, ডাল-পালার বিস্তৃতি যেমন, শেকড় মাটিতে গেঁথে যায় বহুদূরে। এক কথায় আড়ে-ব্যাড়ে-উঁচা-লম্বায় ও গভীরে ওক গাছ এক মহীরুহ। একারণেই বিশ্ব স্কাউটিং এর বিস্তৃতি বোঝাতে বিপি তাঁর কার্টুনে নিজেকে ওক গাছের সাথে তুলনা করেছিলেন।

এক নজরে ব্রাউন-সী:

উত্তর - দক্ষিণে লম্বাটে দ্বীপটির আয়তন ৫০০ একর। দ্বীপটির দক্ষিণ - পূর্ব প্রান্তে মূল প্রবেশ দ্বার। এখানেই বিশাল এক দুর্গ। ব্রাউনসীর দুর্গটির নাম অষ্টম হেনরি দূর্গ (Henry VIII Castle). পুল হারবারের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ১৫৪৭ সালে দূর্গটি নির্মিত হয়। দুর্গের দেয়াল ৯ ফুট পুরু। প্রথম দিকে দুর্গটি ছিল একতলা।

১৭৬৫ সালে এটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এ সময়ে এর আয়তন বাড়ে এবং এটিকে ৪ তলা দুর্গে পরিণত করা হয়। ১৮৯৬ সালে অগ্নিকান্ডে দুর্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৩৪ সালে দ্বীপটি দাবানলের কবলে পড়ে এবং দুর্গটি তখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬৪২-৪৯ সাল ব্যাপী English Civil War এর সময় ব্রাউন-সী'র দুর্গটি পার্লামেন্টারী বাহিনীর দখলে ছিল। সেই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয় এবং রাজা চার্লস-১ এর শিরচ্ছেদ করা হয়।

দ্বীপের মধ্যভাগে বিশাল এক প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ রয়েছে। প্রাসাদের অন্দর মহলের দু'টি দেয়াল এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ানো। জানা যায় এই বিশাল প্রাসাদের মালিক ছিলেন স্যার রবার্ট ফ্লেটন। এ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ১৮০০ সালে।

১৮৫৩ সালে কর্ণেল উইলিয়াম পিটার সেন্ট মেরী চার্চ নির্মান করেন। পুনঃনির্মিত সংস্কার করা অবস্থায় চার্চটি আজো আছে।

দ্বীপটির সর্বশেষ মালিক জন বনহাম ক্রিস্টি, তাঁর দাদীর মৃত্যুর পর দ্বীপটির মালিকানা বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্টের হাতে তুলে দেন। দিনটি ছিল ২৮ এপ্রিল, ১৯৬১। এক প্রকার পরিত্যক্ত দ্বীপটিতে রাস্তা-ঘাট বলে কিছু ছিলনা। ট্রাস্ট দুই বছর ধরে দ্বীপটিকে মনুষ্য চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলে। অবশেষে ১৯৬৩ সালের ১৫ মে দ্বীপটি জনগণের ভ্রমনের জন্য খুলে দেয়া হয়। লেডি ব্যাডেন পাওয়েল সে দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এরপর থেকে প্রতি বছর হাজারো পর্যটক দ্বীপটি ভ্রমন করছেন। এমনকি নিয়মিত স্কাউট ক্যাম্পও শুরু হয় তখন থেকে। তবে ডরসেট কাউন্টি স্কাউটস ও পুল জেলা স্কাউটস এর উদ্যোগে ১৯৫২ সালেই এখানে একটি স্কাউট কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে পুল জেলা স্কাউটস সভাপতি আর. ই. হার্ডিং এর একাগ্র প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছিল সেই স্কাউট কেন্দ্রটি। কেন্দ্রটি আজো রয়েছে।

ব্রাউন সী দ্বীপের নবজন্মের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজকীয় ডাক বিভাগ First day cover ও ডাক টিকেট প্রকাশ করে। সে ঘটনার মধ্য দিয়ে ফিলাটেলি জগতে ব্রাউন সী দ্বীপ স্থায়ী আসন করে নেয়। First day cover এ যে ক্যানসেলেশন স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছিল, তাতে দ্বীপটির পুরো মানচিত্র স্থান পেয়েছিল।

১৯৬৭ সালে ব্রাউন সী দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয় Scout Patrol Leader National Training Course. এ উপলক্ষে আবারো First day cover ও ডাকটিকেট প্রকাশ করে রাজকীয় ডাক বিভাগ। সেবারের ক্যানসেলেশন স্ট্যাম্প এ লেখা ছিল: National Patrol Leader Course, 4 August, 1967, Brownsea Island, Poole, Dorset. এছাড়া স্কাউট মনোগ্রামও ছিল।

নামকরণঃ

ব্রাউন সী নামটা কেমন করে এলো তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত দলিলপত্রে জানা যায় দ্বীপটির নাম ছিল ব্রাঙ্ক-সী (Brank Sea)। ১৯০৩ সালের নির্বাচনের দলিল পত্রেও দ্বীপটির নাম ব্রাঙ্ক-সী দেখা যায়। কি ভাবে এটি ব্রাউন সী দ্বীপে পরিবর্তিত হলো সে তথ্য আমি পাই নি। তবে রাজকীয় ডাক বিভাগ ও ব্যাডেন পাওয়েল সর্বত্র ব্রাউন সী নামটি ব্যবহার করেছেন।

১৯৭৩ সালে ব্রাউন সী দ্বীপে একটি স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ছিল স্কাউট আন্দোলনের ৬৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ৭টি দেশের প্রায় ছয় শত স্কাউট সেই জাম্বুরীতে অংশ নেয়।

ওক গাছের কথা বলছিলাম। বিশালাকৃতির ওক গাছের নিচ দিয়ে পথ চলতে গিয়ে দিনের বেলাতেও গা ছম ছম করে। আজ থেকে শতবর্ষ আগে এ দ্বীপ আরো জঙ্গলাকীর্ণ ছিল নিসন্দেহে। সেখানেই শুরু হয়েছিল স্কাউটিং এর যাত্রা। ভাবতেও শিহরণ জাগে।

বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে গেছে। বাতাসে শীতের তীব্রতা বাড়ছে। পকেট থেকে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। মাথার টুপিটা টেনে লম্বা করে কান ঢেকে দিতে হলো। কর্দমাক্ত পথ চলা বেশ কষ্টকর। তবু দ্রুত পা ফেলে মিউজিয়ামে আশ্রয় নিলাম।

পুরো ব্রাউন সী দ্বীপের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে এ মিউজিয়ামে। অনেক ছবির মাঝে প্রথম স্কাউট ক্যাম্পের একটা প্রমান সাইজের ছবি দেখ বেশ ভাল লাগলো।

বৃষ্টি কমে গেছে। আবারো বেরুলাম পথে। দ্বীপের মূল আকর্ষণ হচ্ছে চিরসবুজ বন। শীতের প্রচন্ডতায় যখন পুরো ইংল্যান্ডের বেশীরভাগ গাছ-গাছালি পত্র-পল্লব শূন্য

তখনো দ্বীপের সবুজ রূপ অপরিবর্তিত। এখানে রয়েছে বিরল প্রজাতির লাল কাঠ বেড়ালী। আছে ময়ূর-যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। মানুষ দেখে খুব একটা ভয় পায় বলে মনে হলো না। এ ছাড়া বিস্তীর্ণ ড্যাফোডিল বাগানের কথা আগেই বলেছি।

দ্বীপের উত্তর পূর্বাংশে রয়েছে ন্যাচার রিজার্ভ। প্রকৃতির সাথে কৃত্রিমতার মিলনে অপূর্ব এক অভয়ারণ্য, যেখানে বিরল প্রজাতির হাস ও পাখি থাকে সারা বছর। এমন সুন্দর একটা প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্কাউট ক্যাম্পের জন্য নির্বাচন করেন ব্যাডেন পাওয়েল। স্থানটি ব্যবহার করার জন্য ব্যাডেন পাওয়েলকে আয়ারল্যান্ড যেতে হয়েছিল-মালিকের অনুমতি নেবার জন্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রাউন সী দ্বীপের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র পৌনে এক মাইল চওড়া পুল হারবারের প্রবেশ মুখটি রক্ষায় অষ্টম হেনরি দূর্গটি বিরাট অবদান রেখেছিল সে সময়ে।

পড়ন্ত বিকেলে ইয়োলো বোটে করে ফিরে আসছি। এবার যাত্রা পুলের দিকে। ফলে দ্বীপটির প্রায় তিনভাগ দূর থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। জীবনে প্রথম আসা ব্রাউন সী-কে কত আপন মনে হচ্ছে, ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

শ্রুতি ও পঠন দিয়ে ব্রাউন সী-র ইতিহাস যেন স্বীয় অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে গেছে। আবারো ব্রাউন সী বেড়াবার প্রবল ইচ্ছা মনে চেপে রেখে পুল বন্দরে পৌঁছলাম।

তৃতীয় নয়নে তখনো বিশাল ওক গাছ, যেন ওকের ছায়াতলে বিচরণ করছি। বাস্তবে Wilt & Dorset এর বাসে বসে আছি বিষন্ন মনে। ▣

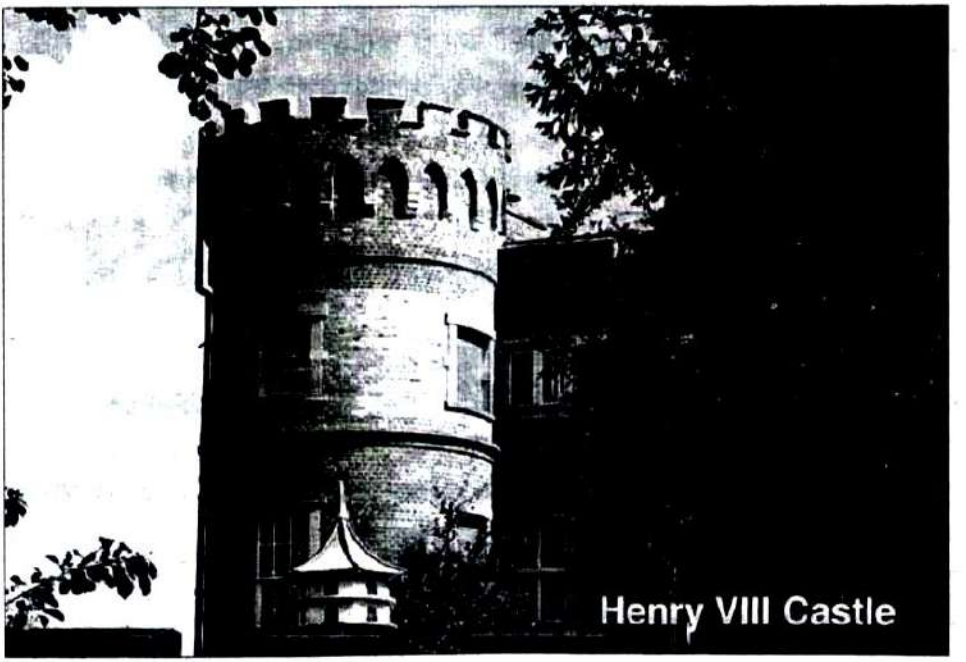

স্মৃতির পাতায় ব্রাউন সী দ্বীপ

২০০১ সালের ২ এপ্রিল, সোমবার। জীবনে প্রথমবারের মত পা রাখার সুযোগ আসে সারা বিশ্বের স্কাউটদের তীর্থ ব্রাউন সী দ্বীপে। একাকী ভ্রমনের সে সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে একই বছরের আগস্টে দ্বিতীয় বারের মত আবারো সুযোগ এসেছিল ব্রাউন সী যাবার। এবারে আমি একা ছিলাম না। আমার সাথে ছিলেন ইংল্যাণ্ডে আমার হোস্ট শফিক হোসেন, আমার পরমাত্মীয় এবং অনেক নিকট বন্ধু।
ইতোপূর্বে ব্রাউন সী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

মালিকানাঃ
দ্বীটির মালিকানা বর্তমানে বৃটিশ ন্যাশনাল ট্রাস্টের হাতে। আগে এ দ্বীপটির মালিকানা বেশ কয়েকবার বদল হয়। দ্বীপটির সর্বশেষ ব্যাক্তি মালিক ছিলেন বনহাম ক্রিস্টি। তিনি তাঁর দাদীর মৃত্যুর পর ১৯৬১ মালের ২৮ এপ্রিল দ্বীপটি ন্যাশনাল ট্রাস্টের কাছে তুলে দেন।
দু'বছর প্রস্তুতি নিয়ে ন্যাশনাল ট্রাস্ট ১৯৬৩ সালের ১৫ মে দ্বীপটি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, সে দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেডি ওলাভ ব্যাডেন পাওয়েল প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
বি.পি. যখন ব্রাউন সী দ্বীপে পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প করেন, সে সময়ে দ্বীপটির মালিক ছিলেন ভন রাল্‌ট। তিনি ছিলেন ইউনিয়নিস্ট পার্টিও সদস্য এবং ১৯০৩ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি পরাজিত হন। বলা সংগত যে, সেদিনকার ইউনিয়নিস্ট পার্টিই আজকের কনজারভেটিভ পার্টি বা টোরি পার্টি।

স্কাউট সাইটঃ
দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে রয়েছে স্কাউট সাইট-একথা পাঠক ইতোমধ্যে জেনে গেছেন। দ্বীপের এ অংশেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প। এখানে রয়েছে সেদিনের সেই ক্যাম্প স্মরণে একটি স্মৃতি ফলক এবং স্কাউট ও গাইড ট্রেডিং পোস্ট। স্কাউট ও গাইড ট্রেডিং পোস্ট দ্বীপটির সময়সূচী অনুসরণ করে খোলা ও বন্ধ করা হয়ে থাকে।

১৯৫২ সালে এখানে একটি স্কাউট কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। পূল জেলা স্কাউটস এর সভাপতি আর.ই. হাডিং এর প্রচেষ্টাতে। ডরসেট কাউন্টি স্কাউটস এর সহযোগিতায় গড়ে ওঠা স্কাউট কেন্দ্রটি আজকের স্কাউট ও গাইড ট্রেডিং পোস্ট।

এবার আসা যাক আমার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে।

পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, দ্বীপটি বছরের ৩০ মার্চ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকদের ভ্রমনের জন্য খোলা থাকে। বাকী সময়টাতে দ্বীপে কোন পর্যটককে ভ্রমনের অনুমতি দেয়া হয় না।

ব্রাউন সী দ্বীপে আমার প্রথমবারের ভ্রমনের সময় দ্বীপে অবস্থিত স্কাউট সেন্টারটি বন্ধ ছিল। ফিরে আসার সময় ন্যাশনাল ট্রাস্টের অফিসে ছোট্ট একটা চিরকুট ফেলে এসেছিলাম এই বলে যে, আমি দ্বীপটি সম্পর্কে এবং প্রথম স্কাউট ক্যাম্প সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। কিছুদিন বাদে ব্রাউন সী স্কাউট ও গাইড ট্রেডিং পোস্ট এর প্যাডে সেন্টার ম্যানেজারের লেখা একটা চিঠি পৌছে যায় আমার ঠিকানায়।

দ্বিতীয় দফায় ব্রাউন সী এসে সেন্টারের ম্যানেজার মি. ফিগ ও তাঁর স্ত্রীর দেখা পেলাম। আলাপ হলো বেশ খানিকটা সময়, দর্শনার্থী আছেন, ওঁরা ব্যাস্ত; এর পরও চলছে আমাদের আলাপ। কিছু বুকলেট দিলেন, কিছু দেখালেন এবং বললেন বেশী-এভাবেই ব্রাউন সী সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা নিয়ে নিলাম।

এরপর শফিকসহ ঘুরে বেড়ালাম পুরো দ্বীপটা। সুপ্রিয় পাঠক, চলুন দেখে আসি স্বপ্নের ব্রাউন সী দ্বীপটি। বলে রাখা ভাল, প্রথম বারে আমি ব্রাউন সী এসেছিলাম স্যান্ড-ব্যাংক হয়ে আর শেষবার অর্থাৎ দ্বিতীয় বারে এসেছি পূল হারবার থেকে।

স্কাউট ও গাইড ট্রেডিং পোস্ট -এ মিসেস ও মিস্টার ফিগ এর সাথে

হ্যা, এবারেও ভুল হয়নি ব্রাউন সী জাবার জন্য ইয়োলো বোটের টিকেট কাটতে। ব্রাউন সী দ্বীপটি পর্যটকদের জন্য এক আকর্ষণীয় স্থান। ন্যাশনাল ট্রাস্ট পর্যটকদের জন্য পুরো দ্বীপের ম্যাপ তৈরী করেছে ট্র্যাক সহকারে। ফলে অজানা কেউ প্রথম এলেও ট্র্যাক ধরে পুরো দ্বীপ ঘুরে অতি সহজেই যাত্রার স্থানে ফিরে আসতে পারে। পুরো ট্র্যাকটি কখনো কালো পিচের পাকা রাস্তা, কখনো বা সরু মেঠো পথ। চির সবুজ দ্বীপটির খানিকটা অংশ পাহাড়ি।

ট্র্যাকের শুরুতেই রয়েছে বি.পি'র আবক্ষ ভাস্কর্য, যেন দ্বীপ ভ্রমনে পর্যটকদের স্বাগত জানানোর জন্য ম্যাফেকিং বীর, স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বসে আছেন প্রবেশ পথে-একথাও পাঠক জেনে গেছেন ইতোমধ্যে। এবারে শফিক সাথে থাকায় বি.পি.-র সাথে দু'চারটা ছবি তোলার সুযোগ পেলাম। দ্বীপটিতে রয়েছে বিরল প্রজাতির লাল কাঠ-বেড়ালি। রয়েছে ময়ুর। ময়ুর বেশ মিশুক প্রকৃতির। ওরা মানুষের সামনে ঘুড়ে বেড়ায়, আপনি চাইলে ওদের সাথে ছবিও তুলতে পারবেন। শফিকের সাথে ময়ুরের ছবি তুললাম আমি। মানুষকে ওরা ভয় পায় না। রয়েছে হরিণ। ওরাও সময়ে সময়ে ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র। বন মুরগীর ডাক শোনা যায় যেখানে সেখানে, ওদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ড্যাফেডিল ফুলের বাগানসহ নানান প্রজাতির ফুলের বাগান। কবি

ওয়ার্ডসওয়র্থের প্রিয় ফুল ড্যাফোডিল, এমন সুন্দর ফুলের বাগান দ্বীপে হেটে চলার ক্লান্তি দূর করে দেয় অনায়াসে।

দ্বীপে রয়েছে বহু প্রাচীন ওক গাছ। বিশাল মহীরুহের মত দাড়িয়ে আছে ওক গাছ গুলো। শোনা যায় ও গুলোর কোন কোনটার বয়স চার শত বছরেরও বেশী। দ্বীপের দক্ষিন-পশ্চিম প্রান্তে স্কাউট সাইট। উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ঘন বন, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে রয়েছে এক কৃত্রিম অভয়ারন্য। এখানে হাজারো পাখির মেলা বসে প্রতি গ্রীষ্মে। নানা জাতের পাখি সেখানে থাকে সারা বছর, গ্রীষ্মে আসে অথিতি পাখি। জলে রয়েছে নানান প্রজাতীর জলজ প্রানী। এদের বিরক্ত না করে দেখার জন্য রয়েছে ভিউ পয়েন্ট, যেখানে দাড়িয়ে পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন প্রানীকুলের অবাধ চলাচল।

দ্বীপের ভেতর একটি গীর্জা রয়েছে। ১৮৫৩ সালে কর্ণেল উইলিয়াম এটি নির্মান করেন। পুনঃনির্মিত ও সংস্কারকৃত সেন্ট মেরি চার্চ আজো স্বগর্বে দাড়িয়ে আছে। দ্বীপের মধ্যভাগে একটি রাজ প্রাসাদ এর ধংশাবশেষ রয়েছে। জানা যায় ১৮০০ সালে নির্মিত এ প্রাসাদের মালিক ছিলেন স্যার রবার্ট ফ্লেটন। ট্র্যাকের বাইরে, দ্বীপের প্রবেশ পথে রয়েছে একটি দূর্গ, এটির নাম অস্টম হেনরীর দূর্গ (Henry VIII Castle)। এক তলা দূর্গটি নির্মিত হয় ১৫৪৭ সালে। ১৭৬৫ সালে এটি নতুন করে নির্মান করা হয় এবং এর আয়তনও বাড়ানো হয়। এ সময়ে এটি ৪ তলা দূর্গে

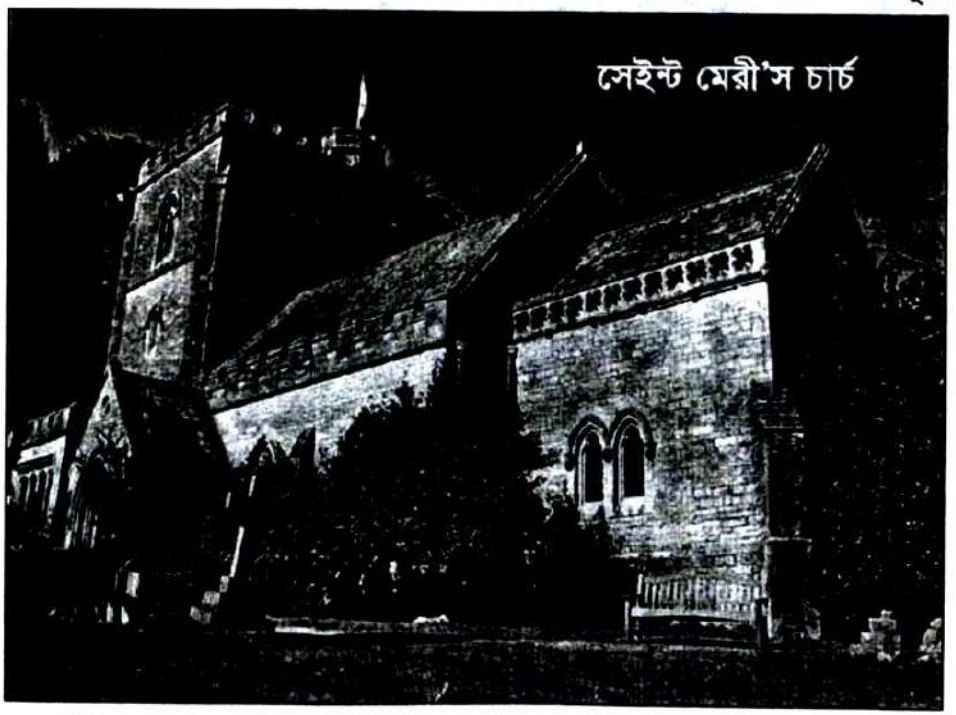

পরিনত হয়। ১৮৯৬ ও ১৯৩৪ সালে দূর্গটি আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ সাল পর্যন্ত ইংলিশ সিভিল ওঅর এর সময় দূর্গটি পর্লামেন্টারী বাহিনীর দখলে ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে সেই যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী পার্লামেন্টারী বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ করে এবং রাজা চার্লস-১ এর শিরচ্ছেদ করা হয়।

পাইন, ওক সহ বহু প্রজাতির গাছ রয়েছে দ্বীপটিতে।

পুরো দ্বীপটি ঘুরতে পুরো একটি দিন লেগে যাবে। এর পর পর্যটকরা যখন ক্লান্ত, তখন বিশ্রামসহ আহার গ্রহনের জন্য রয়েছে মাঝারী আকারের ক্যান্টিন, পাবলিক ওয়াস রুম।

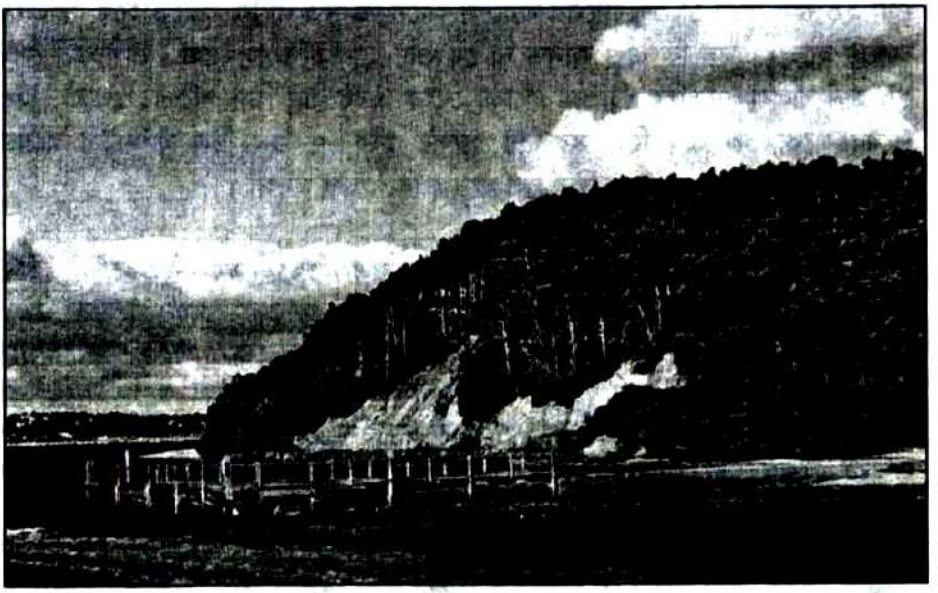

দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের প্রবেশ দ্বার

আগে বলেছিলাম দ্বীপে একটা জাদুঘর আছে। প্রথমবারের ভ্রমনের সময় যেটি আমি দেখেছিলাম; সেটি দ্বিতীয়বারে আর দেখিনি, স্থানান্তরিত হয়েছে পূল-এ।

দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে, সেটি সাধারণের জন্য খোলা নয় কখনোই। তবে যারা ক্যাম্পিং এর জন্য আগে থেকেই বুকিং দিয়ে আসে তাদেরকে ঐ প্রবেশ পথ ব্যবহার করতে দেয়া হয়।

গ্রীষ্মকাল হবার সুবাদে দিনের আলো বেশ অনেকটা সময় ধরে পেয়েছিলাম। শফিককে নিয়ে হেটে বেড়ালাম দিনভর। একটু বেশী করেই হাটা-হাটি হল। দুপুরের দিকে দ্বীপের প্রবশ পথে ফিরে এলাম পেটে কিছু দেবার জন্য। তারপর আবার ফিরে

গেলাম দ্বীপের অরণ্যে। এরপরও দেখতে দেখতে দিনটা কেটে গেল। ফিরতে হবে। ফিরলামও বটে, এও জানতাম খুব সহসা আর এখানে আসার সুযোগ হবে না।
তাই ফিরবার বেলায় ইয়োলো বোটে বসে নয়ন ভরে দেখে নিলাম ব্রাউন সী। মনে মনে বললাম-বিদায়।
পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ১৯০৭ সালের প্রথম স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহনকারী বিশ্বের প্রথম বয় স্কাউটদের তালিকা ও যতটুকু তথ্য জানা গেছে তা তুলে দেয় হল। আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন।

ভাগ্যবান প্রথম স্কাউটবৃন্দঃ

ওরা ২০ জন যখন ১৯০৭ সালের ক্যাম্পে আসে, জানত না কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। এমন কি এও জানত না যে ওরা হবে ইতিহাসখ্যাত। ভাগ্যবান সেই ২০ জন বালক এসেছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে। ২০ জনের মধ্যে ১০ জন ছিল সরকারী স্কুলের ছাত্র, ৭ জন ছিল বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেডের সদস্য এবং ৩ জন ছিল পূল বয়েজ ব্রিগেডের সদস্য।

বি. দ্র. :

চার্লস ক্রিস্টিয়ান সায়মন রডনি (১২), রেপটন স্কুল। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ বন্দি, ১৯৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।---এই নামটি ইদানিং ইন্টারনেটে কোন কোন সাইটে পাওয়া যায় এভাবে যে, সেও ছিল প্রথম স্কাউট ক্যাম্পের অংশগ্রহনকারী। তাতে করে সেখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হয়ে যায় ২১ জন। বাস্তবে ব্রাউন সী দ্বীপে স্কাউট সাইটে যে স্মৃতি ফলক আছে তাতে স্পষ্ট বলা আছে বালকের সংখ্যা ছিল ২০ জন। কোন কোন সাইটে উল্লেখ করা হয়েছে সায়মন এসেছিল, কিন্তু ক্যাম্প শুরু হবার আগেই তার পিতা-মাতা তাকে ফেরত নিয়ে যায়। বিষয়টি মেনে নেয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনসটন চার্চিল 'দ্য গ্রেট ম্যান অব আওয়ার এজ' শিরোনামে ধারাবাহিক লেখায় বি.পি. এবং ব্রাউন সী দ্বীপের ক্যাম্পের কথা লিখতে গিয়ে বালকের সংখ্যা ২১ লিখেছিলেন। সুতরাং ২১ জনের থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে বালকের সংখ্যা ছিল ২০।

সে ২০জন বালককে ৪টি প্যাট্রলে ভাগ করা হয়েছিল, প্যাট্রোলের নাম ও বালকদেও তালিকা পরের প্রষ্ঠায় দেয়া হল:

উলভ্‌স প্যাট্রোল

বালকের নাম	বয়স	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
এাসগ্রেভ ক্যাসিনভ (বব) প্যাট্রল লিডার	১৬.৫	হ্যারো স্কুল	১৯৪১ সালের অক্টোবরে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।
সেডরিক ইসহাম কার্টেইস প্যাট্রল সদস্য	১৩.৫	ওয়েলিংটন কলেজ	১ম মহাযুদ্ধে মিলিটারী ক্রস অর্জন। মৃত্যু ১৯৬২।
রেজিনাল্ড ওয়াল্টার গিলস প্যাট্রল সদস্য	১৪.৫	১ম পূল বয়েজ ব্রিগেড	বেকারীতে কাজ করতেন। মৃত্যু ১৯৬৯।
জন মাইকেল ইভান্স লম্বে প্যাট্রল সদস্য	১১.৫	চেতেলহেম কলেজ	১ম মহাযুদ্ধে মিলিটারী ক্রস অর্জন। ১৯৩৮ সালে ভারতের বোম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেন।
পার্সি আর্থার মেডওয়ে প্যাট্রল সদস্য	১৪.৫	১ম পূল বয়েজ ব্রিগেড	পরবর্ততে ইঞ্জিনিয়ার।

বুল্‌স প্যাট্রোল

বালকের নাম	বয়স	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
থমাস ব্রেইন এসথন ইভান্স লম্বে প্যাট্রল লিডার	১৪	চেতেলহেম কলেজ	১০০ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
আলবার্ট(ব্রেট) লায়নেল ব্লান্ডফোর্ড প্যাট্রল সদস্য	১৩.৫	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।
মার্ক এন্ডরু প্যাট্রিক নোবেল প্যাট্রল সদস্য	১০.২৫	এটন কলেজ	১৯১৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
আর্থার প্রিমিয়ার প্যাট্রল সদস্য	১৫.৫	১ম পূল বয়েজ ব্রিগেড	আমৃত্যু স্কাউটের সাথে যুক্ত ছিলেন।
জেমস হেনরি বার্টি রডনি প্যাট্রল সদস্য	১৪.৫	হ্যারো স্কুল	১ম মহা যুদ্ধে ২ বার আহত হন, মিলিটারী ক্রস অর্জন করেন। ১৯৩৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

কারলিউস প্যাট্রোল

বালকের নাম	বয়স	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
জর্জ ব্রিজেস হার্লি গেস্ট রডনি প্যাট্রল লিডার	১৫.৫	এটন কলেজ	পরবর্তীতে লর্ড রডনি। ১৯৭৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
টেরেন্স (টেরী) ইরয়ার্ট বনফিল্ড প্যাট্রল সদস্য	১৩.৫	১ম বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	?
রিচার্ড গ্রান্ট প্যাট্রল সদস্য	?	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	১৯১৪ সালে দর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।
জে. এলান ভিভিয়ান প্যাট্রল সদস্য	১৫	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	?
হারবার্ট(ব্রেট) নিপি ওয়াটস প্যাট্রল সদস্য	১৭	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	?

র‍্যাভেনস প্যাট্রোল

বালকের নাম	বয়স	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
হার্বার্ট বারনেস এমিলি প্যাট্রল লিডার	১৬	চার্টারহাউস স্কুল	এর বাবা ছিলেন দক্ষিন আফ্রিকান। মৃত্যু ১৯৪৮।
হারবার্ট (ব্রেট) নাথান কলিংবর্ণ প্যাট্রল সদস্য	১৫	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	১৯২৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
হামফ্রে বার্ণেল নোবেল প্যাট্রল সদস্য	১৫.২৫	এটন কলেজ	মিলিটারী ক্রস,এম.বি.ই ও নাইটহুড অর্জন। ১৯৬৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
উইলিয়াম ফ্রান্সিস রডনি প্যাট্রল সদস্য	১০.৭৫	পাবলিক স্কুল	১৯১৫ সালে এক দর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন।
ইথেলবার্ট(ব্রেট) জেমস তারান্ত, প্যাট্রল সদস্য	১৬.২৫	বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেড	১৯১১ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

অন্যান্য:

নাম	বয়স	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
জর্জ ওয়াল্টার গস্থীন অ্যাডাল্ট লিডার	৪৮	বয়েজ ব্রিগেড ক্যাপ্টেন	১৯৪৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
কেনেথ ম্যাকলারেন অ্যাডাল্ট লিডার	৪৭	পাবলিক স্কুল	বি.পি.-র সেনা বন্ধু। ১৯২৪ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
হেনরি রবসন অ্যাডাল্ট লিডার	৫১	বয়েজ ব্রিগেড ক্যাপ্টেন	১৯৩২ সালে মৃত্যু বরণ করেন।
ডোনাল্ড ফারলিস উইলসন ব্যাডেন পাওয়েল সাপোর্ট স্টাফ	৯.৭৫	এটন কলেজ	বি.পি'র ভাই জর্জ এর ছেলে। ১৯৭৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

পাঁচ বছর আগে ঘুরে আসা ব্রাউন সী'র কথা যখন অবসরে মনে পড়ে, মনে হয় এই তো সেদিন ঘুরে এলাম ব্রাউন সী, চোখের সামনে স্কাউট ক্যাম্পের স্মৃতি ফলক। শুনতে পাই পাইন গাছে বাতাসের শব্দ, আর মনে পড়ে ওক গাছের নিচে দিয়ে হেটে যাবার গা ছমছম করা অনুভূতি। আবারো ব্রাউন সী যাবার ইচ্ছে মনে পুষে রেখেছি, জানি না সে দিনটি কত দূরে। ❑

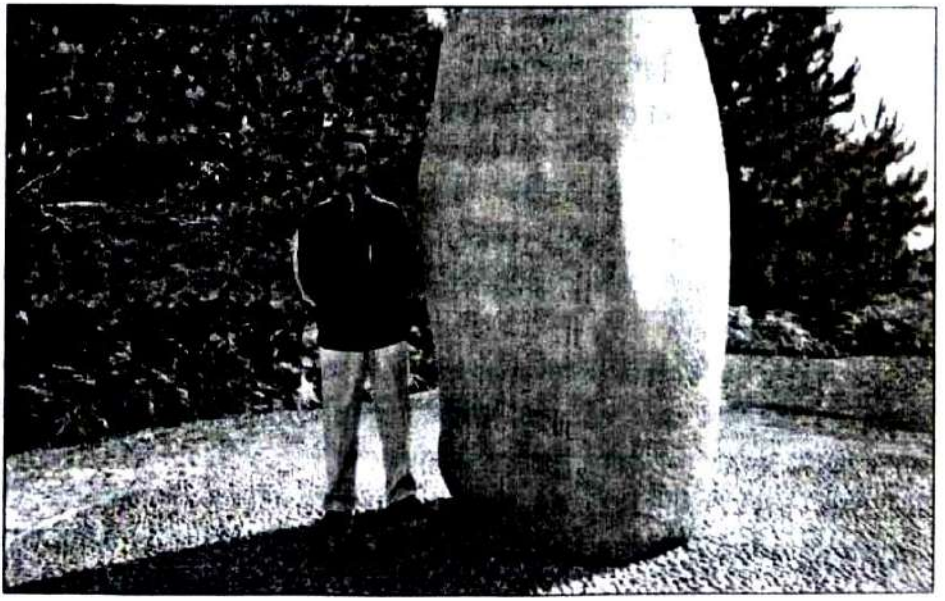

দ্বিতীয় স্কাউট ক্যাম্প : হামসহগ, ১৯০৮

২২ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৮

ভূমিকা:

যদিও ১৯০৭ সালের ১ আগস্ট থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ব্রাউন সী দ্বীপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পকে "প্রথম স্কাউট ক্যাম্প" বলা হয়ে থাকে, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ওটা কি করে "প্রথম স্কাউট ক্যাম্প" হলো? সে সময়ে যেখানে কোন দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউট ছিল না, ছিল না কোন রেজিস্টার্ড স্কাউট দল; সেখানে ব্রাউন সী ক্যাম্প কি করে প্রথম স্কাউট ক্যাম্প হতে পারে? বিষয়টি "ডিম আগে, না মুরগী আগে" এমনতরো বিষয় হয়ে দাড়ায়। সুতরাং বলতে হয় ব্রাউন সী ক্যাম্প ছিল কেবল একটি পরীক্ষামূলক ক্যাম্প মাত্র। সেই ধারাবাহিকতায় স্কাউটিং শুরু হয়েছে এটা সত্য। এরপরও বিশ্বব্যাপী সকলে মেনে নিয়েছে ব্রাউন সী দ্বীপে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটিই বিশ্বের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প।

পূর্বকথা

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রাউন সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল যে পরীক্ষামূলক ক্যাম্প করেছিলেন, সেখানে অংশ নেয়া কোন বালকই স্কাউট ছিল না। কথাটা একেবারেই খাটি, কেননা সেখানে অংশ নেয়া বালকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী বালক ছিল পুল বয়েজ ব্রিগেড ও বর্ণমাউথ বয়েজ ব্রিগেডের সদস্য এবং বাকীদের কেউ কেউ ছিল স্কুল ক্যাডেট কোরের সদস্য। তখনো পর্যন্ত তারা স্কাউট আইন-প্রতিজ্ঞা জানতো না, বলা যায় তা তৈরীই হয়নি। কেবল ওটা ছিল পরীক্ষামূলক ক্যাম্প। সুতরাং যদি কেউ ওটাকে প্রথম স্কাউট ক্যাম্প বলতে অনিহা দেখায়, তবে সেখানে বলার কিছু থাকবে না।

১৯০৮ সালের ১৫ জানুয়ারী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা "স্কাউটিং ফর বয়েজ" এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হবার পর মূলত বালকেরা মহল্লায় মহল্লায় স্কাউটিং শুরু করে এবং বি.পি. স্কাউট দল রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নেন। ফলে ১৯০৮ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী সকল স্কাউটই ছিল রেজিস্টার্ড স্কাউট দলের সদস্য এবং তারা সকলেই স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন সমুহ

জেনে ক্যাম্পে এসেছিল। সে হিসেবে বর্ণিত ক্যাম্পই হলো সত্যিকার অর্থে প্রথম স্কাউট ক্যাম্প।

হামসহগে অনুষ্ঠিত স্কাউট ক্যাম্পকেই প্রথম স্কাউট ক্যাম্প হিসেবে গণ্য করা উচিত, কেননা সেখানে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই ছিল দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউট এবং তাদের দলগুলো ছিল নিবন্ধনপ্রাপ্ত। বর্ণিত ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নর্থাম্বারল্যান্ড এর নর্থ হেক্সহ্যাম এর হার্ডিনস দেয়াল ঘেঁষে। তারিখ ছিল ১৯০৮ সালের আগস্টে মাসের ২২ থেকে সেপ্টেম্বররের ৪ তারিখ পর্যন্ত।

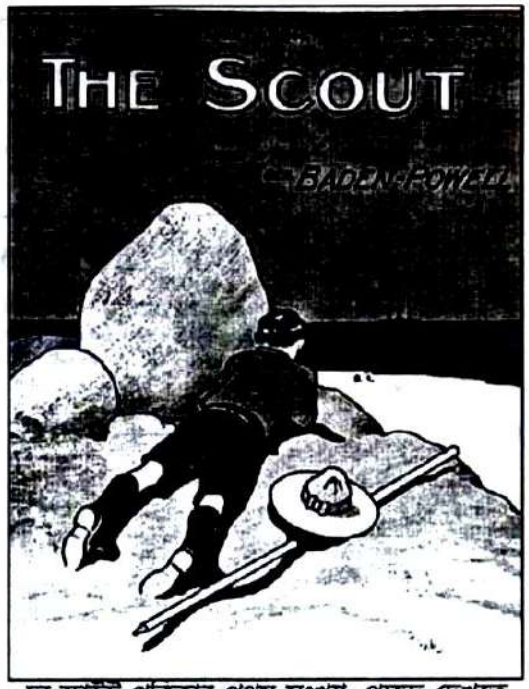

দ্য স্কাউট পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, প্রচ্ছদ দেখতে অবিকল "স্কাউটিং ফর বয়েজ" এর মত।

প্রস্তুতি

১৮ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে প্রকাশিত "দ্য স্কাউট" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা দেয়া হলো,

এযাবত কালের সবচেয়ে চমৎকার হলিডে :

কোন সে ৩০ ভাগ্যবান বালক?

যাতায়াত ভাড়া ও খাবারসহ কোন প্রকার খরচ দরকার নেই।

তোমাদের মধ্যে কোন কোন বালক জেনারেল ব্যাডেন পাওয়েল এর তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বালকের সাথে তাবুর নিচে পক্ষকাল ব্যাপী সময় কাটাতে চাও? এখানে এমন কেউ কি আছে যার প্রাণ এমন আহ্বানের নেচে উঠবে না?

বিজ্ঞাপনের আরো বলা হয়েছিল, কিভাবে সেই ভাগ্যবান ৩০ জনের একজন হওয়া যাবে। "দ্য স্কাউট" পত্রিকায় একটি ভোটিং কুপন ছাপানো হয়েছিল, সেটি পূরণ করে পাঠাতে হবে। ক্যাম্প অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত প্রকাশিত দ্য স্কাউট পত্রিকায় ছাপানো একটি ভোটিং কুপন পুরণ করে একজনের নাম পাঠানো যাবে। সবচেয়ে বেশী ভোট প্রাপ্ত ৩০ জনকে প্রস্তাবিত ক্যাম্পের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

সময়টা এমন, "স্কাউটিং ফর বয়েজ" এর ছয়টি পর্ব একত্রিত করে ১৯০৮ সালের মে মাসে বই আকারে প্রকাশ করার পর থেকে বালকদের কাছে ব্যাডেন পাওয়েল ছিলেন সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। বলা যায় কিংবদন্তিতুল্য। তেমনি প্রিয় ব্যক্তি জেনারেল ব্যাডন পাওয়েল এর সাথে ১৫টি দিন একত্রে কাটাবার লোভ সামলাতে পারে এমন বালকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে স্কাউট পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের বেশ লাভ হলো। পত্রিকা বিক্রির পরিমান বেড়ে গেল স্বাভাবিকভাবে। যেহেতু স্কাউট পত্রিকায় ছাপানো কুপনেই কেবল ভোট দেয়া যাবে, তাই বালকেরা পত্রিকা কেনার জন্য তাদের বন্ধুদের উৎসাহিত করতে লাগলো। প্রকাশক চালাকি করে বা বুদ্ধি করে প্রতি সংখ্যায় প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে প্রথম ৫০ জনের নাম নিয়মিত প্রকাশ করতে লাগলেন তার পত্রিকায়। এতে আরো কাজ দিল। বিক্রি বেড়ে গেল। ভোট প্রদানের বিষয়টি মোটেই আজকালকার গণতন্ত্রের ভোটের মত ছিল না। স্কাউট পত্রিকায় ছাপানো কুপনে একজন স্কাউট কেবল নিজের নাম পাঠাতে পারতো। এবং সেটাই ছিল ভোট। এভাবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল স্কাউট এফ.ডি. ওয়াটসন ২৯০০০ ভোট পেয়ে তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছে। আর ৫০তম স্থানের যে বালকটি ছিল সে পেয়েছিল ৫৩৫০ ভোট। বোঝা যাচ্ছে স্কাউট পত্রিকার প্রকাশক পিয়ারসনের ব্যবসা সে সময়ে বেশ ভালই হয়েছিল।

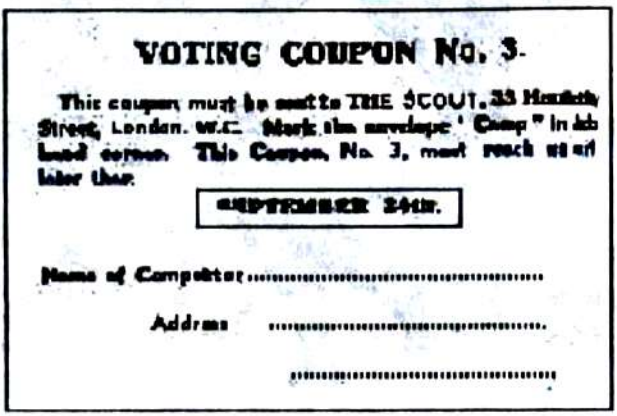
VOTING COUPON No. 3.

This coupon must be sent to THE SCOUT, 33 Henrietta Street, London, W.C. Mark the envelope "Comp" in the top left corner. This Coupon, No. 3, must reach us not later than

SEPTEMBER 24th.

Name of Competitor .....

Address .....

.....

অবাক করা বিষয় হলো, ক্যাম্পের জন্য বালক নির্বাচনে ভোটিং কুপনের প্রস্তাবনা ব্যাডেন পাওয়েল এর ছিল না। ১৯০৮ সালের ২৩ মার্চ তারিখে বি.পি. পিয়ারসনের অফিস ম্যানেজার পিটার কেরীকে এক চিঠিতে (স্কাউট পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে প্রকাশিত) লিখেছিলেন.

"আসছে গ্রীষ্মকালে আবারো একটি স্কাউট ক্যাম্প অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে আমি খুব শংকিত। আমার আশা কেবল বেশী সংখ্যক বালকই মধুময় সে ক্যাম্পে অংশ নেবে না, স্কাউট মাস্টারগণও সেখানে অংশ নিয়ে স্কাউট কলা অনুশীলন করে মুক্ত আকাশের নিচে অবস্থান করে জানতে সক্ষম হবে যে, কেমন করে স্কাউট ক্যাম্প চালাতে হয়। অন্যরাও তা দেখবে, এমনটি আশা আমার।

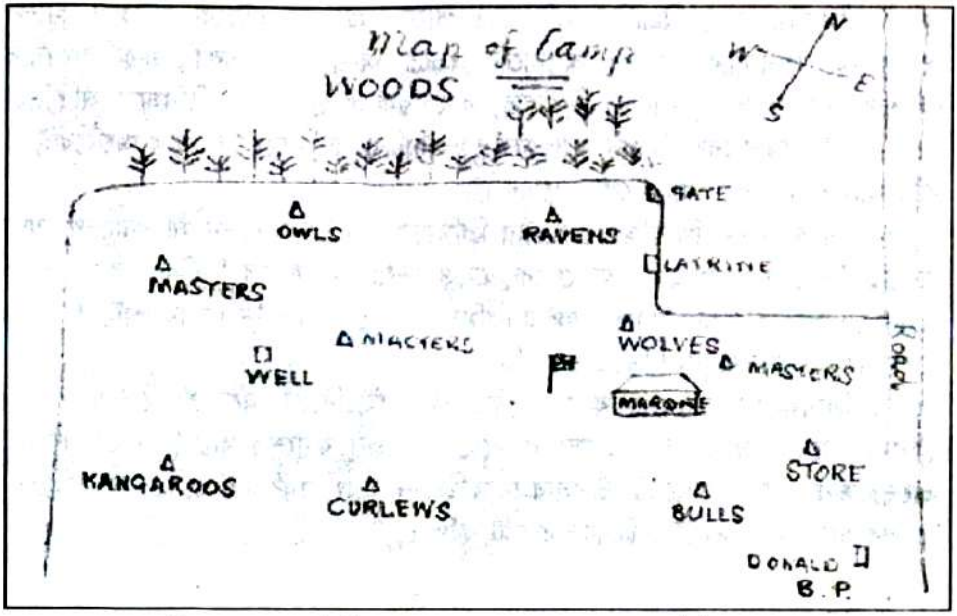

হেনরি থমসনের ডাইরী থেকে নেয়া হামসহগ ক্যাম্প সাইটের ম্যাপ

আমি চাই সকল স্তরের বালকেরা সে ক্যাম্প অংশ নেবে। হোক না সে এটন কলেজের বা যে কোন পর্যায়ের কর্মজীবী বালক বা ইস্ট এন্ড বস্তির বাসিন্দা তারা, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। তারা যে সমাজেরই হোক না কেন, আমি চাই যে সকল বৃটিশ বালক ঐ ক্যাম্পে অংশ নিতে আগ্রহী, তারাই সেখানে আসবে এবং স্কাউটিং করবে। .. ..আমার আশা যারা ক্যাম্পে আসবে তারা সকলেই ক্যাম্প উপভোগ করবে (আমি বিশ্বাস করি তারা তা করবেই) এবং বেশী কথা বলার চেয়ে ক্যাম্পে তারা যা শিখবে তা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করবে এবং যতটা সম্ভব বন্ধুদের তা জানিয়ে এবং শিখিয়ে নতুন নতুন স্কাউট প্যাট্রোল তৈরীর কাজে আত্ম নিয়োগ করবে। .. .. সম্পূর্ণ বিনে খরচে এই গ্রীষ্মের ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দেবার বিনিময়ে তাদের কাছে আমার এই অনুরোধ।"

বি.পি.-র চিঠি পাবার পর স্কাউট পত্রিকার প্রকাশক তার প্রকাশনার বিক্রি বাড়াবার জন্য নিজে থেকে বালক নির্বাচনে ভোটিং কুপনের চিন্তা মাথায় আনেন। এবং তিনি আরো একটি কাজ করেন যা ব্যাডেন পাওয়েল এরও পছন্দ হয়নি। স্কাউট পত্রিকার ছয় মাসের গ্রাহক হলে যে কেউ অতিরিক্ত ২০০ ভোট এবং এক বছরের গ্রাহক হলে অতিরিক্ত ৩০০ ভোট পাবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। বি.পি. এতে করে বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠেন। আর তা প্রকাশ পায় তার ২৯ মার্চ তারিখে পিটার কেরী বরাবরে লেখা চিঠিতে। তিনি লেখেন, "আপনাদের এ প্রজ্ঞাপন দেখে আমি বড়ই চিন্তিত যে, এতে

করে পাঠকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এটাকে পাঠকরা ক্যাম্প অনুষ্ঠানের ঘোষণাকে ক্যাম্প অনুষ্ঠানের চেয়ে আপনার পত্রিকা বিক্রি বাড়াবার কৌশল হিসেবে নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাৎসরিক গ্রাহক হবার বিনিময়ে অতিরিক্ত ৩০০ ভোট পাবার বিষয়টি ধনী বালকদের উৎসাহিত করা হয়েছে ভেবে অনেকেই এ প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে যেতে পারে।"

বি.পি-র শংকা ফলে গিয়েছিল। আর্থার প্রিমিয়ার, যে কিনা ব্রাউন সী ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল বয়েজ ব্রিগেডের পক্ষ থেকে, সেও ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্বাচিত হতে পারে নি। তবে আশার কথা, বি.পি. আর্থার প্রিমিয়ারকে ভুলে যান নি। আর তাইতো সেও হামসহগের ক্যাম্পে যোগ দিতে পেরেছিল।

সম্ভবত পিয়ারসনের ব্যবসায়িক মনেবৃত্তির কারণেই বি.পি. মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। কেননা তাদের মনোনীত ৫০ জনের মধ্যে ২০ জন ক্যাম্পে যায় নি। তবু বি.পি. তাদের জন্য স্কাউট ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন এবং বাকী ৫০ জনকে দিয়েছিলেন নিজের স্বাক্ষরযুক্ত স্কাউট পত্রিকার একটি কপি।

লোকেশন

যখন দ্য স্কাউট পত্রিকায় স্কাউট ক্যাম্পে যোগদানের জন্য দেশব্যাপী ভোটিং এর মাধ্যমে বালক নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছিল, সে সময়ে কোথায় ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে তা বলা হয় নি। এমন কি দিন যত ঘনিয়ে আসছিল, ক্যাম্পের স্থান নিয়ে তত জল্পনা কল্পনা বাড়ছিল, তখনও পর্যন্ত ক্যাম্পের স্থান সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। এর কারণ বোধ হয় একটা ছিল, তা হলো-বি.পি. নিজেই ক্যাম্পের স্থান তখনো পর্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি। এর প্রমান মেলে বি.পি.-র লেখা ২২মে, ১৯০৮ তারিখে পত্রে। তিনি পিটার কেরীকে লেখেন, "আমি এ সপ্তাহেই ক্যাম্পের স্থান নির্বাচনের জন্য বেরুচ্ছি।"

৩০ মে ১৯০৮ তারিখে তিনি তাকে আবার লেখেন, আমি হামবার নদীর পাড়ে স্পার্ণ পয়েন্ট (Spurn Point) দেখেছি, জায়গাটা ভাল তবে ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত নয়।"

৯ আগস্ট ১৯০৮ তারিখে বি.পি. কেরীকে আবারো জানান, "আমি ক্যাম্পের জায়গা ঠিক করেছি কোলারফোর্ড স্টেশনের কাছে হেক্সহ্যাম থেকে ৫ মাইল দূরে ওয়াল-উইক গ্রেংগ নামক স্থানে। এখানে ছেলেরা এক সপ্তাহ থাকবে, তারপর তারা পার্শবর্তী এক স্থানে যাবে বাকী সময়ের জন্য"।

বি.পি. যায়গাটা ভালভাবে চিনতেন। কেননা, তিনি যখন নর্থামব্রিয়ায় টেরিটোরিয়াল আর্মীর অধিনায়ক ছিলেন ১৯০৭ সালে, তখন প্রায়শ তিনি জায়গাটায় বেড়াতে যেতেনসেখানে অবস্থানরত তাদের এক সৈন্যদের ব্যারাকে।

এছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল স্থানটি নির্বাচনের পেছনে। ব্রাউন সী ক্যাম্পে যোগদানকারী দুই বালকের বাবা, নাথানিয়েল ক্লেইটন, যিনি নিকটবর্তী চেস্টার ও স্যাক্সটনের এক নামকরা ব্যাক্তি ছিলেন, তিনি ওখানটার কাছাকাছি বাস করতেন এবং তিনি ব্রাউন সী দ্বীপের ক্যাম্পের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন বি.পি-কে। এছাড়াও, তার ভাই জর্জ নবেল ছিলেন বি.পি.-র ১৩তম হুসার্স রেজিমেন্টের সহযাত্রী এবং তারা দুজনে একসাথে ভারত ও আফগানিস্তানে দীর্ঘ সময় একসাথে কাটিয়েছেন। ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত স্থানটি ছিল ইতিহাসখ্যাত রোমান দেয়ালের লাগোয়া। বি.পি. বলছেন, ওয়াল-উইক ছিল সামরিক বাহিনীর ম্যাপে নামাঙ্কিত। যদিও মূল হামসহগ গ্রামটি ছিল ক্যাম্প সাইট থেকে এক মাইল উত্তরে। ক্যাম্প সাইটের নিকটবর্তী স্টেশনের নাম ছিল ফোরস্টোন। ক্যাম্প উপলক্ষে বি.পি. ব্রাউন সী ক্যাম্পের মতকরে লেটার হেট ছাপিয়েছিলেন, সেখানেও স্থানটির নাম লেখা হয় হামসহগ। ক্যাম্প সাইটের নাম হামসহগ হলো কেন, এ বিষয়ে ১ম হামসহগ ব্যাডেন পাওয়েল গ্রুপের স্কাউট ফিল টেইলর বলেন, "হামসহগে কোন ডাকঘর না থাকলেও একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছিল, যা কিনা বি.পি. যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, সম্ভবত এর কারনেই ক্যাম্প সাইটের নামকরণ করা হয় হামসহগ হিসেবে।

ক্যাম্প থেকে বি.পি. লেখেন, "আমি এ চিঠি লিখছি ক্যাম্প সাইটের গ্রেট হিলের ওপরে বসে, যেখান থেকে গ্রেট রোমান ওয়াল এবং সংলগ্ন পুরানো ছাই রং-এর দূর্গটি পরিস্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। এখানেই যোদ্ধারা এক সময়ে যুদ্ধ করতো। আমি যুদ্ধের অনুভূতিসহ ভাবছি, আজকের স্কাউটরা রোমান আমলে সৈন্যদের স্কাউটিং (গোয়েন্দা কার্যক্রম) অনুভব করতে পারবে, যা কিনা দু হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে এখানে চলেছিল। আমি আশা করি এখানে ব্রিটেনের সকল বয় স্কাউট সমবেত হয়ে আমাদের সাথে ক্যাম্পিং উপভোগ করবে"।

ক্যাম্প কোয়র্টার মাস্টার হেনরি হোল্ট বলেন, "দৃশ্যপট ছিল চমৎকার! যে দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত হয়, কেবলি সবুজ মাঠ-অরণ্য, গাছ-গাছালি; এক কথায় বললে বলতে হয়, ক্যাম্প সাইটটি ছিল ছবির মতন। এখানে এসে যদি কিান বালক খুশী হতে না পারে, তাকে কেবল বেরসিক বালক বলা যায় নিসন্দেহে।"

যতদূর জানা গেছে, হেনরি হোল্ট তখন স্কাউট মাস্টার ছিলেন না। বি.পি. সেখানে তিন জন স্কাউট মাস্টটারের নাম তালিকাভূক্ত করেছিলেন। তাছাড়া, ৯ আগস্ট তারিখে কেরীকে লেখা পত্র থেকে বোঝা যায়, হোল্ট ছিলেন স্কাউট পত্রিকার সম্পাদক পিয়ারসনের নিয়োগকৃত। বি.পি আশংকা প্রকাশ করে সে চিঠিতে লিখেছিলেন,"... .. .. সুতরাং হোল্ট কি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে?" পরবর্তীতে হোল্ট তার অভিজ্ঞতা স্কাউট পত্রিকায় লিখেছিলেন।

ক্যাম্পে যোগদানের জন্য নির্বাচিত বালকদের অভিভাবকদের একটি অংগীকার নামায় স্বাক্ষর করতে হয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকটি শর্ত দেয়া ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল, "যদি কোন বাল অসদাচরণ করে একং ক্যাম্পের নিয়মকানুন ভঙ্গ করে, তবে তাকে যে কোন সময় ক্যাম্প থেকে বের করে দেয়া যাবে"।

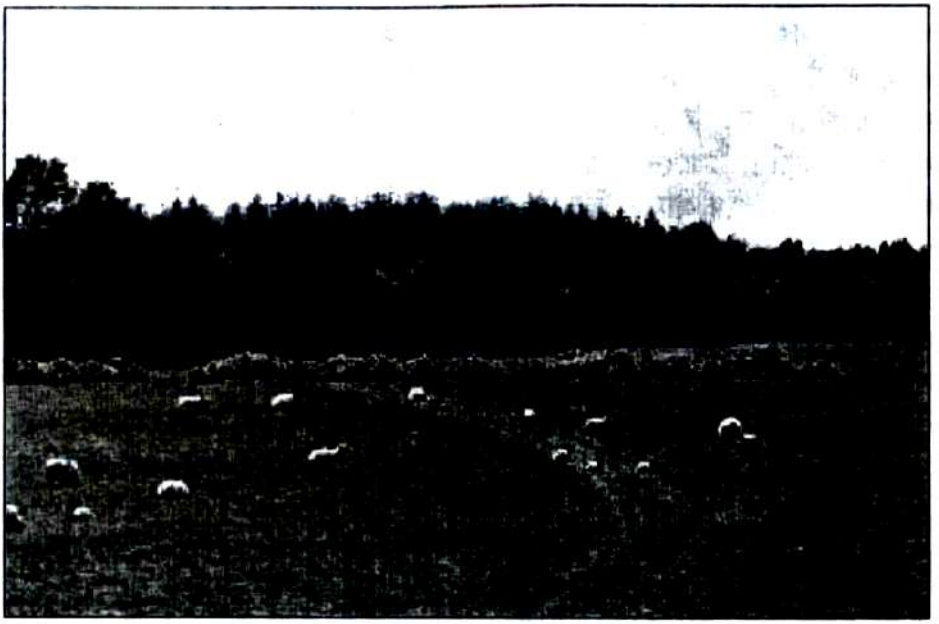

হামসহগের ক্যাম্প সাইটের বর্তমান রূপ, এখনও ক্যাম্প করার উপযোগী।

হামসহগ ক্যাম্পের খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজটি ব্রাউন সী ক্যাম্পের আদলেই করা হয়েছিল। "হোয়াইট এ্যান্ড সঙ্গ" নামের এক কোম্পানীর জেমস হোয়াইট ছিলেন খাদ্য সরবরাহের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার। তিনি অবশ্য বালকদের পাত্র ছাড়া রুটি তৈরী করার পদ্ধতিও শিখিয়েছিলেন।

ক্যাম্পের জন্য তাবু সংগ্রহ করা হয়েছিল স্থানীয়ভাবে। ছোট বড় সব ধরণের তাবুই ছিল সেখানে। এমন কি বৃষ্টির কারণে যাতে ক্যাম্পের কার্যক্রম ব্যহত না হয়, সে জন্য বড় বড় তাবুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যার ভেতরে খেলাধুলাসহ অন্যান্য কার্যক্রম সহজে চালানো যায়।

হামসহগ ক্যাম্পে যোগদানকারী ভাগ্যবান ৩০ জন বালক, যারা ২৯ আগস্ট ক্যাম্পে হাজির হয়েছিল, তারা হলো:

১. ডবলু আমবার ব্রাডফোর্ড,ডাব্লু. আর. ইয়র্কস	১৬. ডব্লু. মাউন্টফোর্ড উলভারহ্যাম্পটন
২. জে. এস. বার্টলেট শেফির্ল্ড, ডাব্লু. আর. ইয়র্কস	১৭. টি. ডনউটন উইগান
৩. এস. এস. ব্ল্যাক শেফির্ল্ড, ইয়র্কস	১৮. জে. ওকলি সান্ডারল্যান্ড
৪. জি. ব্ল্যাকমোর কেটারিং, নর্থহ্যান্টস	১৯. এম. এ. অসবর্ণ ফিনসলে, লন্ডন
৫. জে. এ. কারনেলি হ্যালিফ্যাক্স, ডাব্লু. আর. ইয়র্কস	২০. এ. ই. পেগ সাটন, সারে
৬. জে.এ.এইচ. কোটস আরগিলশায়ার	২১. আর. এ. পাইপার ব্রাইটন, সাসেক্স
৭. আর.এফ. ক্রফোর্ড ডাবলিন	২২. টি. ডাব্লু পারভেস গ্লাসগো
৮. এইচ. ডেভিস কিলমালকোম, রেনফ	২৩. আর. আর. রওসন ইপসম, সারে
৯. সি.এস. গিবসন হাল, ই.আর. ইয়র্কস	২৪. আর. রিড ওয়েস্টক্লিফ আন সী, এসেক্স
১০. সি. ডাব্লু. হগ মিডলসবরো, এন.আর.ইয়র্কস্	২৫. এল. ই. শেজলি ওয়ালটন অন টেমস, সারে
১১. এ.ডাব্লু হর্ন সান্‌কলিন, হান্টস	২৬. এইচ. শার্প ইপসম, সারে
১২. এল. হামফ্রেস লিভারপুল	২৭. এফ. শিল্ডস বেলফাস্ট
১৩. এফ. জেমস পোর্ট টোলবোট, গ্লাম	২৮. সি. জে. থমসন ইর্থালেরটন, এন. আর. ইয়র্কস
১৪. সি. আর. জর্ডন মিডলসবরো, এন.আর.ইয়র্কস	২৯. এইচ. থমসন সেন্ট হেলেনস
১৫. জে. লুইস স্রিউসবারি, স্যালোপ	৩০. এফ. ডি. ওয়াটসন বেইথ আয়ারস

প্যাট্রোল সমুহ:

দ্য স্কাউট পত্রিকায় বিশেষ ভোটিং এ অংশ নিয়ে যারা বিজয়ী হয়ে ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল তাদের ৫ টি প্যাট্রোলে বিভক্ত করা হয়। প্যাট্রোল গুলো হচ্ছে: ক্যাঙ্গারু, কারলিউস, র‍্যাভেন, বুলস এবং আউলস। প্রতি প্যাট্রোলে ৬ জন করে বালক ছিল। এছাড়াও একটি বিশেষ প্যাট্রোলে আরো ৬ জনকে নেয়া হয়েছিল, এরা বি.পি. কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ক্যাম্পে এসেছিল। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ৬ জনকে নিয়ে যে বিশেষ প্যাট্রোলটি করা হয়েছির, সেটির নাম ছিল উলভস। এ ৬ জন সহ ক্যাম্পে মোট ৩৬ জন বালক অংশ নিয়েছিল।

কারা ছিল উলভস প্যাট্রোলে? দেখা যাক তারা কারা?

(১) ডোনাল্ড ব্যাডেন পাওয়েল: বি.পি.-র ভাইয়ের ছেলে। সে ব্রাউন সী ক্যাম্পেও ছিল। (২) জন ক্যাটারমোল-হামসহগ। (৩) হামফ্রে নোবেল: সে ব্রাউন সী ক্যাম্পেও ছিল। (৪) সি. বি. পি. পীক। (৫) জর্জ রডনি : সে ব্রাউন সী ক্যাম্পেও ছিল। (৬) এডমন্ড এইচ. জে. ওয়াইন।

১৯০৮ সালের হামসহগ স্কাউট ক্যাম্পে কারলিউস প্যাট্রোল।
বাম থেকে দ্বিতীয় স্কাউটের হাতে প্যাট্রোল পতাকা দেখলেই এটি বোঝা যাবে।

বয়স্ক নেতা

ব্যাডেন পাওয়েল সাথে ক্যাপ্টেন ডি. কলবর্ণ পিয়ার্স ক্যাম্পে যৌথ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া কোয়র্টার মাস্টার হিসেবে পিয়ারসনের নিযুক্ত হেনরি হোল্ট ছাড়াও ক্যাম্পে যারা ছিলেন তারা হলেন:

১. ভিক্টর ব্রিজেস, ২. ডব্লু বি ওয়েকফিল্ড এবং ৩. এরিক ওয়াকার

হামসহগ ক্যাম্পে স্কাউটদের সাথে ব্যাডেন পাওয়েল

১৯০৮ সালের স্কাউট ক্যাম্পের দৈনিক কার্যক্রম:

০৬.৩০ :	ঘুম থেকে জাগরণ, মুক্ত বায়ু সেবন, বিস্কুট, কফি
০৭.০০ :	শরীর চর্চা, পরিদর্শন প্যারেড
০৭.৩০:	তাবুর যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম
০৮.০০ :	প্রার্থনা ও পতাকা উত্তোলন
০৮.৩০:	সকালের নাস্তা
০৯.০০:	স্কাউট কার্যক্রম
১১.০০:	বিস্কুট ও দুধ
১১.৩০:	স্কাউটিং খেলাধুলা
১৩.৩০:	দুপুরের খাবার
১৪.০০:	বাধ্যতামূলক বিশ্রাম
১৫.০০:	স্কাউটিং খেলাধূলা
১৭.০০:	চা বিরতি
১৮.০০:	চিত্ত বিনোদন ও খেলাধূলা
১৯.৩০:	তাবু জলসা
২১.০০:	বিস্কুট ও দুধ, ঘুম
২১.৩০:	বাতি নিভানো।

ক্যাম্প ডায়েরী

হামসহগে বালকদের অভিজ্ঞতা জানার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারবো, সেখানে তারা কি করেছিল, কেমন ছিল তাদের সেই দিনগুলি। এখানে বর্ণিত তথ্যসমুহ সম্বন্ধে কারো কারো দ্বিমত থাকতে পারে। হেনরি থমসন (১৫), সে এসেছিল সেন্ট হেলেন থেকে এবং বুলস প্যাট্রোলে ছিল। তার লেখা ডাইরী আজো যুক্তরাজ্য স্কাউট দফতরে রক্ষিত আছে। ব্রাউন সী ও হামসহগ, উভয় ক্যাম্পে বালকদের জন্য ডাইরী লেখার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এটা নিশ্চিত নয় যে, হেনরীর ডাইরী প্রতিযোগিতায় কোন স্থান দখল করতে পেরেছিল কি না, তবে বি.পি. সময়ে সময়ে তার লেখা ডাইরী সম্পর্কে বলেছেন, "এটা বেশ চমৎকার এবং তথ্য বহুল। এটা হচ্ছে তাদের একটা সুন্দর রেকর্ড যা তারা সেখানে দেখেছে এবং শিখেছে। তার

হামসহগ ক্যাম্পে গাছ-গাছালি দিয়ে নিজেদের হাতে তৈরী করা ঘরের সামনে দুপুরের খাবারে ব্যাস্ত স্কাউটরা।

আঁকা ক্যাম্প সাইটের ম্যাপটা আরো সুন্দর। মোদ্দা কথা হচ্ছে, তারা যাই লিখুক না কেন, তা অবশ্যই ডাইরীভুক্ত করার মত বিষয় বটে"। এখানে বি.পি.-র লেখা তথ্য ও বিভিন্ন বালকের লেখা ডাইরী অনুসরনে হামসহগ ক্যাম্পের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো।

এটা এক প্রকার নিশ্চিত যে, লেখার জন্য ডাইরী গুলো দেয়া হয়েছিল ক্যাম্প শুরুর একদিন পরে, ২৩ আগস্ট। ক্যাম্পের সকল কার্যক্রম ছিল প্যাট্রোল ভিত্তিক বা ট্রুপ ভিত্তিক। এ কারণে সকল স্কাউট একই সাথে একই কর্মকান্ডে সবসময় অংশ নেয়নি তা ধরে নেয়া যায়।

২২ আগস্ট, শনিবার:

আবহাওয়া শুষ্ক। স্কাউটরা ফোরস্টোনস রেলওয়ে স্টেশনে অবতরণ করে এবং সকলে মিলে এক মাইল উত্তরে মার্চ করে ক্যাম্প সাইটে গমন করে।

বি.পি. সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেখানকার একটি টেরিটোরিয়াল আর্মি ইউনিট পরিদর্শনে।

২৩ আগস্ট, রবিবার:

সামান্য বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। চেস্টারস্থ রোমান ওয়াল ও দূর্গ পরিদর্শন। টাইন নদীতে গোছল। বি.পি.-র সাথে তাবু জলসা উপভোগ।

২৪ আগস্ট, সোমবার:

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, দিনের প্রথমার্ধে বৃষ্টি। সকালের শরীর চর্চা, পরিচালনা করেন ওয়েকফিল্ড। বি.পি.-র তত্বাবধানে গাছ দিয়ে একটি কুড়ে ঘর তৈরী। সুই সুতা দিয়ে রেশন সংগ্রহের জন্য চটের ব্যাগ তৈরী। স্বল্প সময়ের জন্য ফুটবল খেলা। স্থানীয় এক রুটি প্রস্তুতকারক রুটি তৈরীর পদ্ধতি শেখায়। সন্ধ্যায় তাবু জলসা। রাতে ট্র্যাকিং সম্পর্কে জ্ঞান দান।

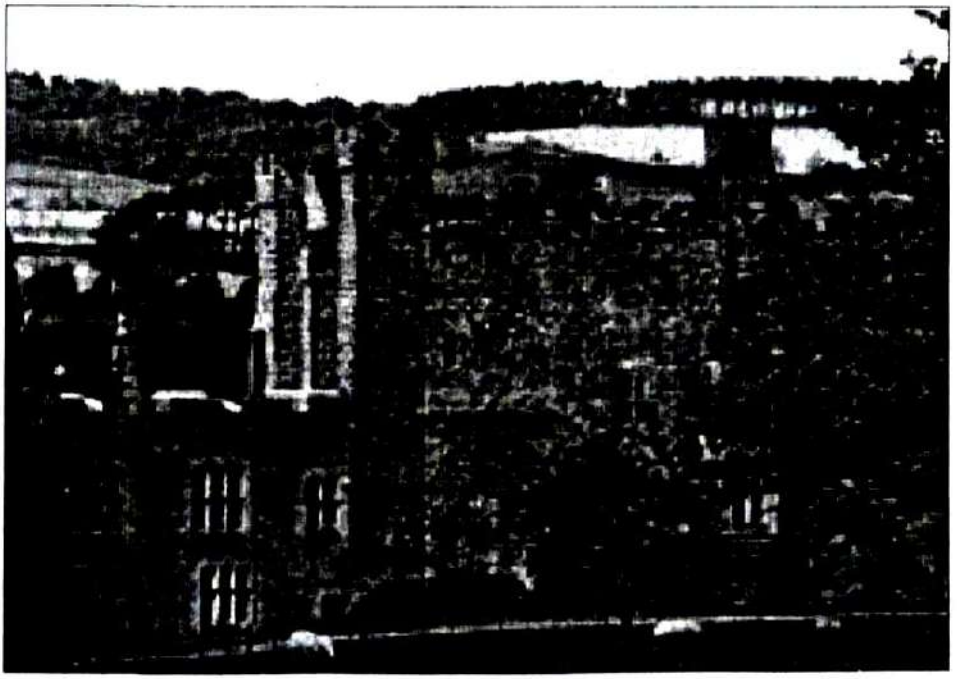

আজকের দিনে - হগটন দূর্গ

২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার:

বৃষ্টি ভেজা দিন। দড়ির কাজ। তাবু জলসার প্রস্তুতি। বুলস ও কারলিউস প্যাট্রোলের মধ্যে আগুন প্রজ্জলনের প্রতিযোগিতা। বি.পি.-র তত্বাবধানে অভ্যন্তরীন খেলাধূলা ও শরীর চর্চা। দড়ির কাজ ও ফটোগ্রাফির ওপর ক্লাস। ক্যাপ্টেন পিয়ার্স এর তত্বাবধানে ম্যাপ রিডিং ও কম্পাসের ক্লাস। বিকেলে চা বিরতীর পর ডোনাল্ডের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সকল কাযক্রম বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য ডোনাল্ড সকলের অগোচরে হামাগুড়ি দিয়ে তাবুতে চলে যায় এবং তোষকের নিচে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যাতে কেউ তাকে খুজে না পায়। পুরো ক্যাম্প যখন প্রচন্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে হন্য হয়ে তাকে খুজছে, খোদ ব্যাডেন পাওয়েল তখন তাকে খুঁজে বের করেন।

পুরো বিষয়টি নিয়ে ক্যাম্প ফায়ারের সময় একটি গান রচনা করেন স্কাউটার ভিক্টর ব্রিজেস। তিনি লেখেন এবং নিজে পরিবেশন করেন:

তিন তিন জন স্কাউটার নিজ নিজ দলে
চলছে খেলা, চলছে শিক্ষা স্কাউট পতাকা তলে
হারিকেন বাশ আর দড়ি সাথে লয়ে
খুজছে সবাই রহস্যের বেড়াজাল, আছে কোন তাবুতে?
এখন মনে কর, কেমন তাদের কাজ
পুরো হয়েও হয়নি পুরো
হাতে তখনো অনেক বাঁশ
লক্ষ্য তাদের আছে, যদিও বৃষ্টি ঝড়ে।
বি.পি. নিজে যখন বললো এসে
পেয়েছি রে---, পেয়েছি,
বিশাল উঁচু মাজার যেন
লুকিয়ে সেথা ডোনাল্ড
ভুলে ছিল রাত, ডাকছিল জোরে নাক!
ঘোরতর সেই আধারে
কষলো সে যে লাথি, জোরসোরে
ইবুবু! জিং জিং, বোম. বোম
ইংগনিয়ামা! আমরা সব ইশকুট।

ডোনাল্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯২৯ সালে "দ্য স্কাউটার" পত্রিকায় হামসহগ ক্যাম্পে সবচেয়ে ছোট বালকটির হারিয়ে যাবার কথা বলেছে, কিন্তু একটি বারের জন্যও বলেনি যে, সে বালকটি ছিল সে নিজে।

২৬ আগস্ট, বুধবার:
চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জল দিন। সকালে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ। স্মোক সিগনালিং এর প্রস্তুতি। ধোয়া বিহীন রান্নার শিক্ষা। ক্যাপ্টন পিয়ার্স কম্পাসের ওপর ক্লাস নেন। তাবু জলসা। রোমান ওয়াল ভ্রমন এবং হগটন দূর্গ পরিদর্শন। সেখানে চা বানিয়ে পান করা। ফেরার পথে আবারো রোমান ওয়ালের একাংশ পরিদর্শন।

২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার:
বি.পি. বলছেন, বৃষ্টি ভেজা দিন। তাবুর স্থান পরিবর্তন করতে হলো। প্যাট্রোল একটিভিটিস, স্কাউট মিট স্কাউট; প্রাথমিক প্রতিবিধান। বিকেলে হাক্সলি ভ্রমন। সেখানে হামসহগ ক্যাম্প সাইটের মালিক চ্যাপম্যানের বাড়ী। ফেরার পথে রোমান পরিখা পরিদর্শন। বৃষ্টির কারণে তাবুতে বসবাস হয়ে উঠলো না। চ্যাপম্যানের ঘোড়াশালে বালকদের স্থানান্তর করা হলো। *আজো সেই ঘোড়াশাল সেখানে রয়েছে*।

২৮ আগস্ট, শুক্রবার:
মেঘলা দিন, সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। সকালে আধা ঘন্টা শরীর চর্চা হলো। এর পর রোগী বহন পদ্ধতি শেখানো হলো। বিকেলে ট্রাকিং, বাশির সংকেত ও হাতের সংকেত প্রতিযোগিতা। বৃষ্টির কারণে সকল কর্মকান্ড ঘোড়াশালের ভেতরে হলো। চ্যাপম্যান বালকদের তার জীবনের অর্জিত অনেক কিছু দেখাল। সন্ধ্যায় তাবু জলসা, ফনোগ্রামে গান শোনা। রাতে প্যাট্রোল লিডারগণ খরগোস শিকারে গেল।

২৯ আগস্ট, শনিবার:
মেঘাচ্ছন্ন, প্রচন্ড ঠান্ডা অথচ আলোকজ্জল দিন। ১০ টায় হাইকিং করে চিপচেজ ক্যাসেল ভ্রমন, সেখানেই রান্না করে খাওয়া বিকেল ৫টা নাগাদ তাবু এরাকায় ফিরে আসা।। *চিপচেজ ক্যাসলের মালিক ছিলেন টেলর পরিবার। সেদিনটাকে স্মরণ করে মিসেস টেলর বলেন, "বি.পি বেশ মজাদার মানুষ এভং বালকদের ওপর তার অসম্ভব ধরণের নিয়ন্ত্রণ ছিল"*।

৩০ আগস্ট, রবিবার:
কখনো মেঘ কখনো রৌদ্র, এমন একটি দিবস। বি.পি.-র নেতৃত্বে মার্চপাস্ট। দুপুরের খাবারের পর সকলে মিলে মার্চ করে হেক্সহাম, ওয়ার্ডেন ব্রিজ হয়ে সদর রাস্তা ধরে হয়ে ফোরস্টোন এর দিকে যাত্রা। বিকেল ৩.১৫ মিনিটে ফোরস্টেন পৌছানো। সেখানে প্রয়াত আর্মী স্কাউট বেনসনের স্ট্যাচুকে অভিবাদন জানানো। কর্নেল সি.ই.বেনসন ১৮৯৫ সালে বি.পি.-র সাথে আশান্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯০১ সালে তিনি বুয়োর যুদ্ধের সময় বি.পি.-র সাথে ম্যাফকিং বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বি.পি. নিজেও তার সহযোদ্ধাকে বালকদের সাথে অভিবাদন জানান। *আজকের দিনেও বেনসনের ভাস্কর্য হেক্সহাম ও পার্শবর্তী এলাকার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনের উপাদান।*

হেক্সহাম ভ্রমনের স্মৃতিচারণ করে ক্যাম্পের কোয়র্টার মাস্টার হেরবি হোল্ট লেখেন, "ছোট্ট সে শহরে আমাদের ভ্রমন ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা যখন বেনসনের সমাধি প্রাঙ্গনে তার ভাস্কর্যকে অভিবাদন জানাচ্ছিলাম, আশে-পাশে ভীর করেছিল অসংখ্য জনতা ও পর্যটক, যারা আমাদের ক্ষুদে বালকদের সমন্বয়ে গঠিত এক রেজিমেন্টের অভিবাদ জনানটাকে অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছিল। এখানে রেভারেন্ড সিডনি স্যাভেজ ওখানকার চার্চ ও সংলগ্ন এবের ইতিহাস বর্ণনা করেন। পরে জেনারেল স্যার লোফাস বেটস এর বাড়ীতে বিকেলের চা পানে আপ্যায়িত করা হয় আমাদের। এর পরই আমরা সকলে ফিরে আসি ক্যাম্প সাইটে। বিকেল ৭.৩০ মিনিটে আমরা ক্যাম্পে পৌছাই। ৮.৩০ মিনিটে ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ আগস্ট, সোমবার:

চামৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের শেষে মুষলধালে বৃষ্টি হয়। সকালে শরীর চর্চা। দুপুরের আগে পরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর স্কাউট বিষয়ক সেসন নেন বি.পি.। বাকী একদল সাতার প্র্যাকটিস করে। রাতে ছোটখাট সামরিক কৌশল শেখানোর কথা থাকলেও প্রবল বর্ষার কারণে তা বাতিল করা হয়। রাতভর ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হয়।

১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার:

সারাদিন মূষলধারে বৃষ্টি। আগামী দিনের জন্য ড্রিল প্র্যাকটিস চলে। সকালে "ব্যাঙ দ্যা বিয়ার" খেলার অনুশীলন চলে। ব্যাজের প্রশিক্ষণ চলে। প্রথম শ্রেনীর স্কাউটদের জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়। বিকালে বুলস প্যাট্রোলের তাবুতে ওয়াল ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে "শ্যুড রেবিট বি কেপ্ট ইন দ্যা টেন্ট?" শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় "জীবের প্রতি সদয়" শীর্ষক বক্তৃতা রাখেন কর্ণেল কুলসন।

২ সেপ্টেম্বর, বুধবার:

সারা দিন বৃষ্টি। খেলাধুলার প্র্যাকটিস চলে। বেলা ২টা নাগাদ শুরু হয় খেলাধুলা প্রতিযোগিতা। এ সম্পর্কে ক্যাম্প কোয়র্টার মাস্টার হেনরি হোল্ট ১৯ সেপ্টেম্বরের দ্য স্কাউট পত্রিকায় লেখেন,

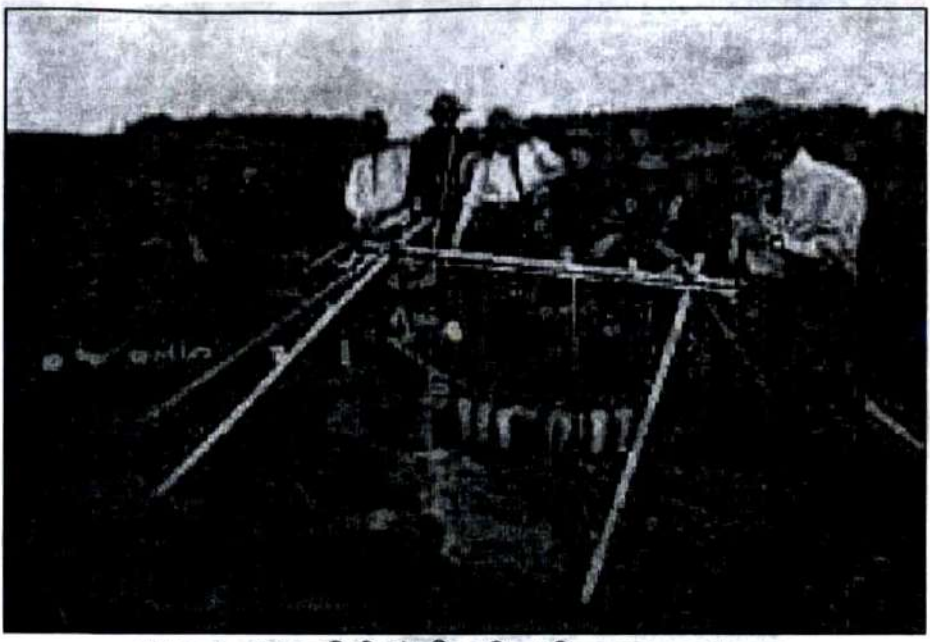

তাবু কলা : পোল মাঙ্কি ব্রিজ তৈরীর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ব্যাডেন পাওয়েল।

"ক্যাম্প সাইটের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান (৩৬ মাইল দূর) থেকে আসা একজন বালকের বন্ধু, স্থানীয় গ্রামবাসীসহ বিপুল সংখ্যক দর্শক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। নানান ধরনের ডিসপ্লে দেখায় ছেলেবা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ট্র্যাকিং, কক্ ফাইটিং, পোল জাম্পিং, ব্যাঙ দ্য বিয়ার, ম্যাট্রেস মেকিং। মজার বিষয় হলো দর্শকরা সবশেষ উপস্থাপনা পর্যন্ত সেখানে ছিল এবং বিপুল করতালি দিয়ে প্রতিটি প্রদর্শিত আইটেমকে স্বাগত জানিয়েছে। সবচেয়ে মজার খেলা ছিল "দি এ্যাটাক অন দ্য ক্যাম্প"। দর্শকরা এটাকে সবচেয়ে বেশী উপভোগ করেছে এবং যে সকল বালক এ খেলায় অংশ নিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল একেবারে জীবন্ত অভিনেতা। এরপর চা বিরতী। ঠিক বিরতীর পরে মাত্র দুটি ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালানোর শিক্ষা গ্রহণ করে স্কাউটরা। বুলস প্যাট্রোল এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার:

কোন প্রকার বৃষ্টি না হলেও দিনটি ছিল শুমোট এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। সকালে যথারীতি শরীর চর্চা। এরপর কৃষকদের সাথে বেড়া দেয়ার কাজে অংশগ্রহণ। এরপর স্কাউটিং ফর বয়েজ বইয়ের ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মানুসারে স্ব স্ব স্কাউটের শরীরের মাপ গ্রহণ। ক্যাপ্টেন পিয়ারস নেন প্রাথমিক প্রতিবিধানের সেসন। প্রথম শ্রেণীর

হামসহগ ক্যাম্পের শেষ ক্যাম্প ফায়ারে বি.পি. বক্তব্য রাখছেন

স্কাউটদের জন্য ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। পৌনে দুইটায় মার্চ করে ফোরস্টোন রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে রেল গাড়ীতে চেপে নিউ ক্যাসল গমন। এলসউইক ভ্রমন। যেখানে লর্ড আর্মস্ট্রং কাজ করতেন। এরপর বিশাল ক্রেন লাগানো যুদ্ধ জাহাজ এইচ.এম.এস.ক্যালিওপ দেখতে যাওয়া। জাহাজটি প্রশিক্ষনের কাজে নৌ বাহিনী ব্যবহার করতো। বি.পি. প্রায়শই এ জাহাজটির কথা গল্পচ্ছলে বলতেন।
সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তাবু এলায় ফিরে আসা। তাবু জলসা। এ সময়ে বি.পি. তার ম্যাফেকিং যুদ্ধের স্মৃতির কথা বলেন।

৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার:
মেঘলা হলেও দিনটি ছিল শুকনো। সকালের শরীর চর্চার পরে সাতার প্রশিক্ষণ। বিকেলে পতাকা ছিনতাই খেলা। সন্ধ্যায় বি.পি. বালকদের উদ্যেশ্যে ক্যাম্পের সমাপনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "তোমাদের ভুললে চলবে না যে, একজন প্রকৃত স্কাউট সব সময় নিস্বার্থ। সে সব সময় অপরের মঙ্গল কামনা করবে এবং সদা সর্বদা অপরের সাহায্য করতে সচেস্ট থাকবে"।
স্যার পারসি এভারেট সেদিনের কথা এভাবে মনে রেখেছেন, "সেদিনের সে সন্ধ্যাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অন্য দিনের তুলনায় একটু বড় করে আয়োজন

করা হয়েছিল। মধ্যখানে প্রজ্বলিত আগুনের কুন্ডলী থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের শিখা লাল-গোলাপী রং ছড়িয়ে প্রতিটি বালকের মুখ-মন্ডলতে আলেকিত করে তুলেছিল, যাদের আন্দঘন ছুটির দিনগুলো প্রায় শেষের দিকে এগিয়ে আসছিল। বি.পি. তার বক্তব্যে বালকদের উৎসাহী মনোভাবের প্রশংসা করে বলে ছিলেন, আগামীতেও এমন এক সুন্দর সময়ে তিনি আবারো সকলের সাথে একত্রিত হবার আশা পোষণ করেন"।

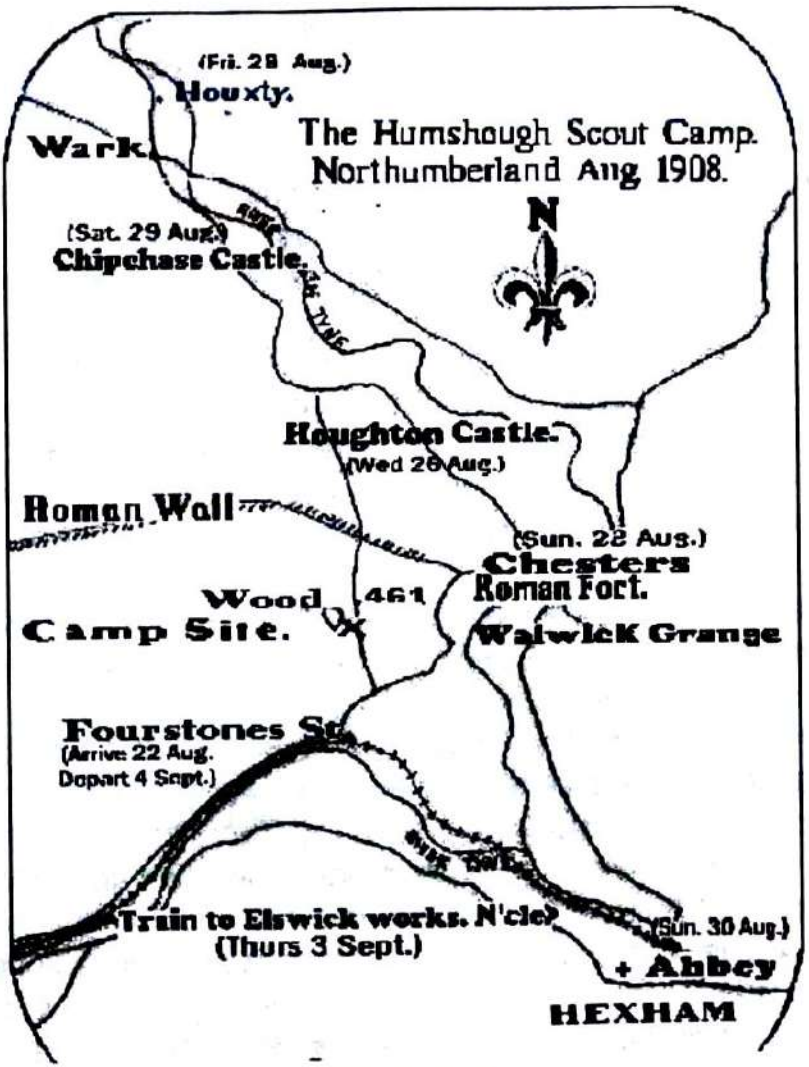

হামসহগ এর ম্যাপ।
১৯০৮ সালের স্কাউট ক্যাম্পের জন্য ব্যবহৃত স্থানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

শেষ কথা:

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্যাম্পের উদ্দেশ্য দারুনভাবে সফল হয়েছিল। বিশেষ করে বালকদের দৃষ্টিকোন থেকে। জন এ. এইচ. কোট বলছেন, যদিও আবহাওয়া তেমন ভাল ছিল না, তবু বলবো ঐ কটা দিন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন ছুটির দিন। যদি সকল ক্যাম্প সেই ক্যাম্পের মত হয়, তবে সকল বালকই ক্যাম্পিং এ যোগদানে আগ্রহী হবে।.. .. আমাদের জেনারেল ছিলেন খুবই আমুদে প্রকৃতির এবং আমরা সকলে তাকে খুব পছন্দ করতাম। আমরা যেটা বুঝতে পারতাম না, তিনি সেটা সব সময় বারে বারে বোঝাতে পছন্দ করতেন। আমি বিশ্বাস করি ক্যাম্পে অংশ নেয়া সকল বালক আগামী বছর অনুষ্ঠেয় ক্যাম্পে আবারো যেতে চাইবে।

ই.এইচ.জে.ওয়াইন লিখেছেন, আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, ক্যাম্পের সেই দিন গুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দরমত দিনগুলোর অন্যতম।

বুলস প্যাট্রোলের এইচ. থমসন বলেন, সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মধুরতম দিন।

হেক্সহাম কোরান্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে ক্যাম্প সম্পর্কে বলা হয়, ম্যাফেকিং খ্যাত জেনারেল ব্যাডেন পাওয়েল ক্যাম্পে আগত ৩৬ জন বালকের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। যে আন্দোলন জেনারেল মাত্র এক বছর আগে সূচনা করেছেন, তা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করেছে এবং দেশের প্রতিটি শহরে কমছে কম একটি স্কাউট প্যাট্রোলকে নিয়মিত স্কাউট প্রশিক্ষণ চর্চা করতে দেখা যায়।

হামসহগ ক্যাম্পের আয়োজনের মূখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বকে স্কাউটিং সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা দেয়া, যা ব্রাউন সী ক্যাম্পে দেয়া হয়নি। ফলে এ ক্যাম্পের বিষয়গুলো প্রচারের জন্য পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমগুলোর সহায়তা নেয়া হয়েছিল। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, ব্রাউন সী ক্যাম্পের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা করা হয়েছিল। ক্যাম্পে স্লাইড প্রজেক্টরের ব্যবহার করা হয়েছিল বালকদের উদ্দেশ্যে দেয়া লেকচারের সময়। ফলে বালকরা ক্যাম্প থেকে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের কাছে এ বিষয়ে নানান গল্প বলেছে, যা স্কাউটিং সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। হামসহগ ক্যাম্পের প্রচারণার কারণে দেশব্যাপী এত বেশী সারা আসে যে, "দ্যা স্কাউট" পত্রিকা মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯০৯ সালের ২৪ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ব্যাডন পাওয়েল এর সাথে বালকদের নিয়ে আরেকটি ক্যাম্প অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ঘোষিত সে ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত সাউথ হ্যাম্পটনের কাছে বাকলার হার্ড ও টি.এস.মারকারী

জাহাজে। ১৯০৯ সালে অনুষ্ঠিত বি.পি.-র তৃতীয় এ ক্যাম্পটিকে নৌ-স্কাউটটিং এর প্রতিষ্ঠার ক্যাম্পও বলা হয়ে থাকে।

১৯০৮ সালের শুরুতে স্কাউটিং ছিল ক্রমবর্ধমান এক কিশোর আন্দোলন। একই বছরের শেষদিকে এসে পুরো গ্রেট ব্রিটেন জুড়ে সেই স্কাউটিং আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা দাড়ায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী। হামসহগ ক্যাম্পের আয়োজনটা ছিল বাস্তবতা প্রমানের এবং উৎসাহ প্রদানের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাবুবাস বা ক্যাম্পিং যে স্কাউটিং এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বা মুখ্য বিষয় সেটা প্রমানের আর বাকী থাকলো না। স্কাউটিং প্রতিষ্ঠার একশত বছর পরেও সে বিষয়টি আজো প্রমানিত-**ক্যাম্পিং-ই হচ্ছে স্কাউটিং এর মুখ্য চরিত্র।**

স্যার পারসি এভারেট ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে হামসহগ আসেন, সাথে ১০০০ স্কাউট। তারা আসেন নর্থাম্বারল্যান্ড ও ডারহাম কাউন্টি থেকে। পুরানো দিনের স্মৃতি মনে করে তিনি বলেন, ".. সেই মাঠ, সেই গাছ, ঠিক তেমনটি, যেমনটি ১৯০৮ সালে চিফ রেখে গিয়েছিলেন। কোন নতুন বাড়ি-ঘর হয়নি, কোন নতুন রাস্তা সেই চমৎকার ময়দানের চেহারা বদলে দেয়নি; যেনটি ছিল, আজো তেমনটি আছে-ঠিক যেন তাবুবাসের এক উপযুক্ত স্থান। ❑

১৯০৭ সালের ব্রাউন সী দ্বীপের প্রথম পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের দৃশ্য

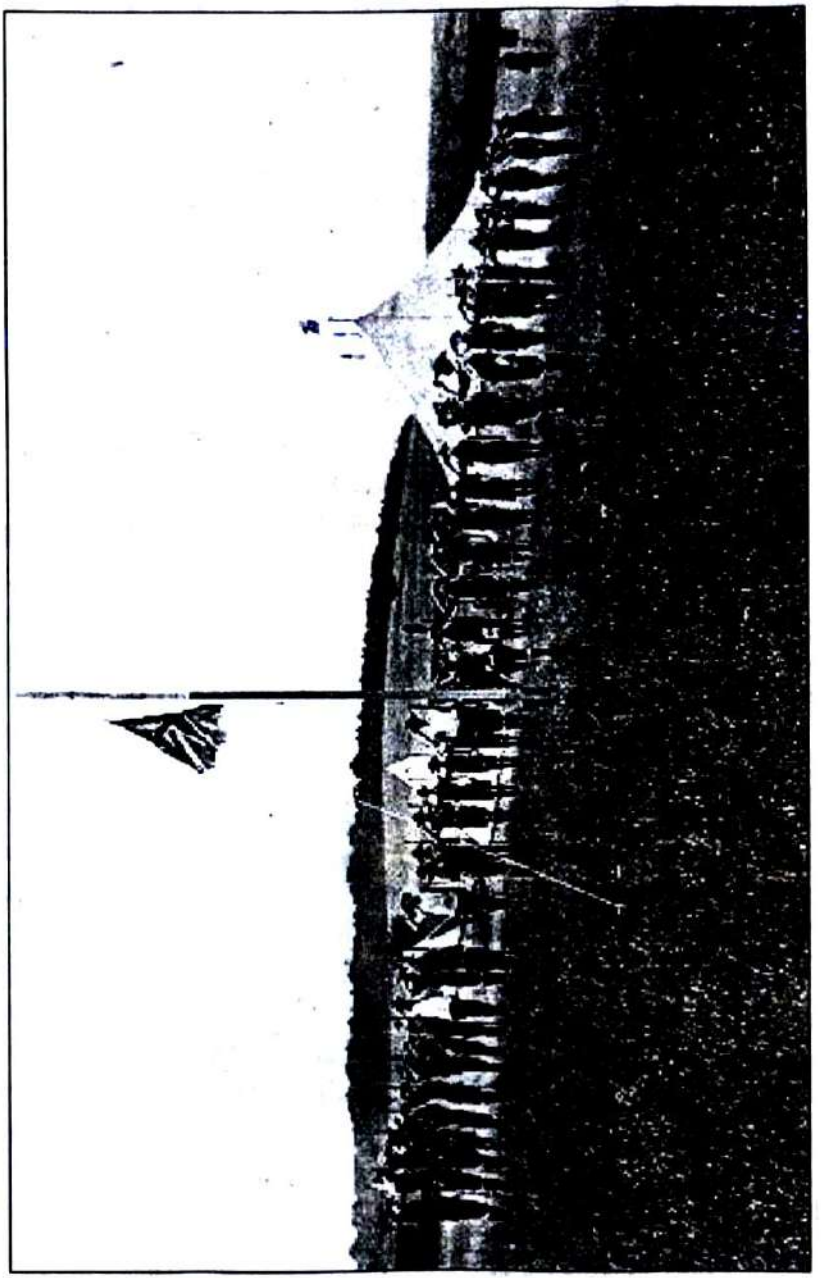

হামসহগ ক্যাম্পে বৃটিশ জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করছে স্কাউটরা।
ম্যাফেকিং যুদ্ধের সময় বি.পি. এই পতাকাটিই নিজ তাবুতে ব্যবহার করেছিলেন

আশীর্বাণী

স্কাউটিং এর শতবর্ষ পূরণ হলো। বিশ্বব্যাপী এ বৃহৎ সংগঠনের আবেদন বহুলভাবে স্বীকৃত। একটি সংগঠনের অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রকাশনা। স্কাউটিং আন্দোলনের স্বার্থেই স্কাউটিং শুরুর ইতিহাস জানা জরুরী। আমাদের দেশে স্কাউটিং সম্পর্কিয় বই পুস্তক খুব বেশী নেই। সে আলোকে স্নেহভাজন নুরুল্লাহ মাসুম রচিত "স্কাউটিং এর জন্মকথা" বইটি আমাদের সে অভাব পূরণে সহায়তা করবে।

স্বল্প পরিসরে লেখা হলেও বইটিতে যে সকল তথ্য এবং উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, তা স্কাউটিং শুরুর দিকের ইতিহাস জানতে সহায়তা করবে। সঠিক তথ্য পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বিভ্রান্তিরও অবসান হবে; যেমন প্রথম পরীক্ষামূলক ক্যাম্প শুরুর তারিখ ও মেয়াদ এর সঠিক তথ্য। বইটিতে যে সকল ছবি মুদ্রণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবির মাধ্যমেও আমরা কিছু তথ্য জানতে পারবো। লেখক নিজেও ব্রাউন সী দ্বীপ ভ্রমণ করেছেন বিধায় তার লেখা এ বইটি পাঠক সমাজে আরো গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্কাউটিং আন্দোলনকে আরো বেগবান করার পথে এ বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আশা করি পাঠক সমাজে বইটি বহুল প্রচার পাবে।

মুহঃ ফজলুর রহমান
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস